বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

প্রকাশকাল

১২ অক্টোবর ২০২২

© সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

প্রকাশনা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

উপদেষ্টা

এ, কে, এম, মনির হোসেন পাঠান, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

নির্দেশনায়

সৈয়দ মঈনুল হাসান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

মোঃ রেজাউল করিম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

শিশির কান্তি রাউৎ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আব্দুর রহিম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মোঃ জিকরুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মোহাম্মদ মেহেদী ইকবাল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মোঃ তানভীর হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী

মুঃ তানভীর রহমান চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী

মোহাম্মদ ফারহান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

নার্গিস আকরামী লিরা, সহকারী প্রকৌশলী

সারাহ্ আক্তার, সহকারী প্রকৌশলী

ডিজাইন ও মুদ্রণ

নিমফিয়া পাবলিকেশন

www.nympheapublication.com

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

ওবায়দুল কাদের এমপি
মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে অর্জনের সোনালী দিগন্তে। দেশের যে অদম্য পথচলা, তারই ধারাবাহিকতায় অবিরাম কাজ করছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ কে সামনে রেখে টেকসই, আধুনিক, নিরাপদ ও গতিশীল সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর আধুনিক ও টেকসই মহাসড়ক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে সাহসিকতা ও দৃঢ় মানসিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৯৯.৩২ শতাংশ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে যা কোভিডকালীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনায় ৮.৫৯ শতাংশ বেশি। এ সাফল্যে আমি এ অধিদপ্তরে কর্মরত সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

একটি উন্নয়ন-বান্ধব সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জন এবং অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রায় যোগাযোগ অবকাঠামো প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। সেজন্য এ বিভাগ পর্যায়ক্রমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়কসমূহ চারলেনে উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে ৭১৭.৭৫ কিলোমিটার মহাসড়ককে ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক, নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা জাতীয় মহাসড়কসমূহ। বর্তমানে ৬৭৩.৪৬ কিলোমিটার মহাসড়ককে ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক, আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক এবং সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ইত্যাদি। এছাড়া পাবলিক- প্রাইভেট পার্টনারশীপ পদ্ধতির মাধ্যমেও দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মহাসড়ক অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারে মহেশখালীস্থ মাতারবাড়ী বন্দর এবং পায়রা বন্দর নির্মাণের পাশাপাশি বন্দরসমূহের সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রকল্প চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মহাসড়কের পাশে চালকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হচ্ছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত অবকাঠামো যুক্ত হওয়ায় সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হবে এবং মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে।

নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি ২০০৯ থেকে বর্তমান মেয়াদেসড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন মহাসড়কে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩ শত ৩ মিটার সেতু নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ এবং ২১ হাজার ২ শত ৬৭ মিটার কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত সেতুসমূহের মধ্যে ঢাকায় শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, চট্টগ্রামে শাহ আমানত সেতু (৩য় কর্ণফুলী সেতু), বরিশালে আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, লালমনিরহাটে তিস্তা সেতু, গোপালগঞ্জে শেখ লুৎফর রহমান সেতু, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ২য় কাঁচপুর সেতু, ২য় মেঘনা, ২য় গোমতী সেতু, মাদারীপুরে ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আচমত আলী খান সেতু, পটুয়াখালীতে শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল সেতু, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ১৮৯তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর নির্মিত 'পায়রা সেতু' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, ১০ লেন বিশিষ্ট টংগী সেতু নির্মাণ, দিঘলিয়া (রেলিগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়কের (জেড-৭০৪০) ১ম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর উপর সেতুর নির্মাণসহ ছোট বড় সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ৬২টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে পায়রা সেতু নির্মাণ, রাণীগঞ্জ সেতু নির্মাণ, সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়নসহ ৩৪টি প্রতিশ্রুতি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। ঢাকা বাইপাস নির্মাণ, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪(চার) লেনে উন্নীতকরণ, সোনাতলা উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর উপর সেতু নির্মাণসহ ২৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অন্যান্য ১০টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন একবছরের গৃহীত, বাস্তবায়িত এবং পরিকল্পনাধীন কার্যক্রমের প্রামাণ্য দলিল। প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্টদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের এমপি

বাণী

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংকার

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বার্ষিক প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন, মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নে সরকারের সাফল্যের প্রকাশ। বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল কর্মকান্ড প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিগণ এ অধিদপ্তরের কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পাশাপাশি তথ্যাদি ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২ টি মেগা প্রকল্প; ২য় শীতলক্ষ্যা (২য় কাঁচপুর), ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন এবং ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও বিমান বন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প, গোপালগঞ্জ, সিলেট এবং চট্টগ্রাম জোনের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণের তিনটি গুচ্ছ প্রকল্প, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী, গোপালগঞ্জ জোনের আওতায় জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশংতায় উন্নীতকরণের ছয়টি গুচ্ছ প্রকল্প, সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, ১৮০.৩৭৩ মিটার দীর্ঘ কালারপুল-ওহিদিয়া সেতু নির্মাণ, গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা (জেড-১০৪০) সড়কের ১১তম কিলোমিটারে চাঁদখালী নদীর উপর বরকল সেতু নির্মাণসহ ৪৫টি প্রকল্প ৩০ জুন ২০২২ নাগাদ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ২৬ তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ - ৪ লেন বিশিষ্ট পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) উদ্বোধন করেন। সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে বরিশাল থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ফেরিবিহীন নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানসম্মত ও টেকসই সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। আর সে কারণেই সরকার রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নত সড়ক অবকাঠামো নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রকোপে সারা বিশ্ব যখন থমকে গিয়েছিল সে সময়েও বাংলাদেশের অন্যান্য সম্মুখযোদ্ধাদের ন্যায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীরা অসীম সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রেখে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে গতিশীল রেখেছেন। তারই ফলস্বরূপ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর করোনা পরিস্থিতিতেও এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ সাফল্য দেখিয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রমাণক হিসেবে নানা সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রকাশের কাজটি সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অভিযাত্রায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর যে অন্যতম অংশীদার তা এ প্রতিবেদন হতে পাঠক নিশ্চিত হতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার যে লক্ষ্যে সরকার নির্ধারণ করেছে, তা অর্জনের জন্য দেশের মহাসড়ক নেটওয়ার্ককে একটি অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী

বাণী

এ, কে, এম, মনির হোসেন পাঠান
প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয়সাশ্রয়ী, মানসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার অভিলক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যতরীণ ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিবহন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে একটি টেকসই, নিরাপদ ও জনবান্ধব সড়ক-মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের ব্যাপক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত আছে। সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ওকর্মচারীগণ বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মাঝেও নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কোভিড মহামারীজনিত চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে ৯৯.৩২ শতাংশ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্বতবায়িত হয়েছে যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৮.৫৯ শতাংশ বেশি।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়কও জনপথ অধিদপ্তরের মাধ্যমে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১৬৩টি এবং বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন ২২টিসহ মোট ১৮৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সময়ে ৪৫টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ১৭টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭৮.৮১ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ১০৮.৩৪ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ১২৩.২৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৮৪৮.৫৮ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ১১৯টি কংক্রিট সেতু নির্মাণ ও ১০৩৮টি আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। পরিচালন খাতের আওতায় ৩,০৭৮.৪৪

কিলোমিটার মহাসড়ক সংস্কার এবং ৩৮টি সেতু ও ১০০টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন এবং অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিবহন চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ব্যাপক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত আছে।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও সার্বিক প্রক্রিয়াকরণে e-GP System এর ব্যবহার অধিদপ্তরের ক্রয়কার্যকে গতিশীল, স্বচ্ছ এবং সুশৃঙ্খল করেছে। সরকারি কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এই অধিদপ্তরের সকল কর্মকান্ডের সংকলিত রূপ পাওয়া যাবে এই প্রতিবেদনে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মেধাবী প্রকৌশলীগণ প্রচলিত ধারণার সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর সড়ক অবকাঠামো যেমন এক্সপ্রেসওয়ে, সার্কুলার রোড নেটওয়ার্ক, বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পিপিপি ভিত্তিক প্রকল্পসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নতদেশের কাতারে পৌঁছে দিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যাশা করছি।

এ, কে, এম, মনির হোসেন পাঠান

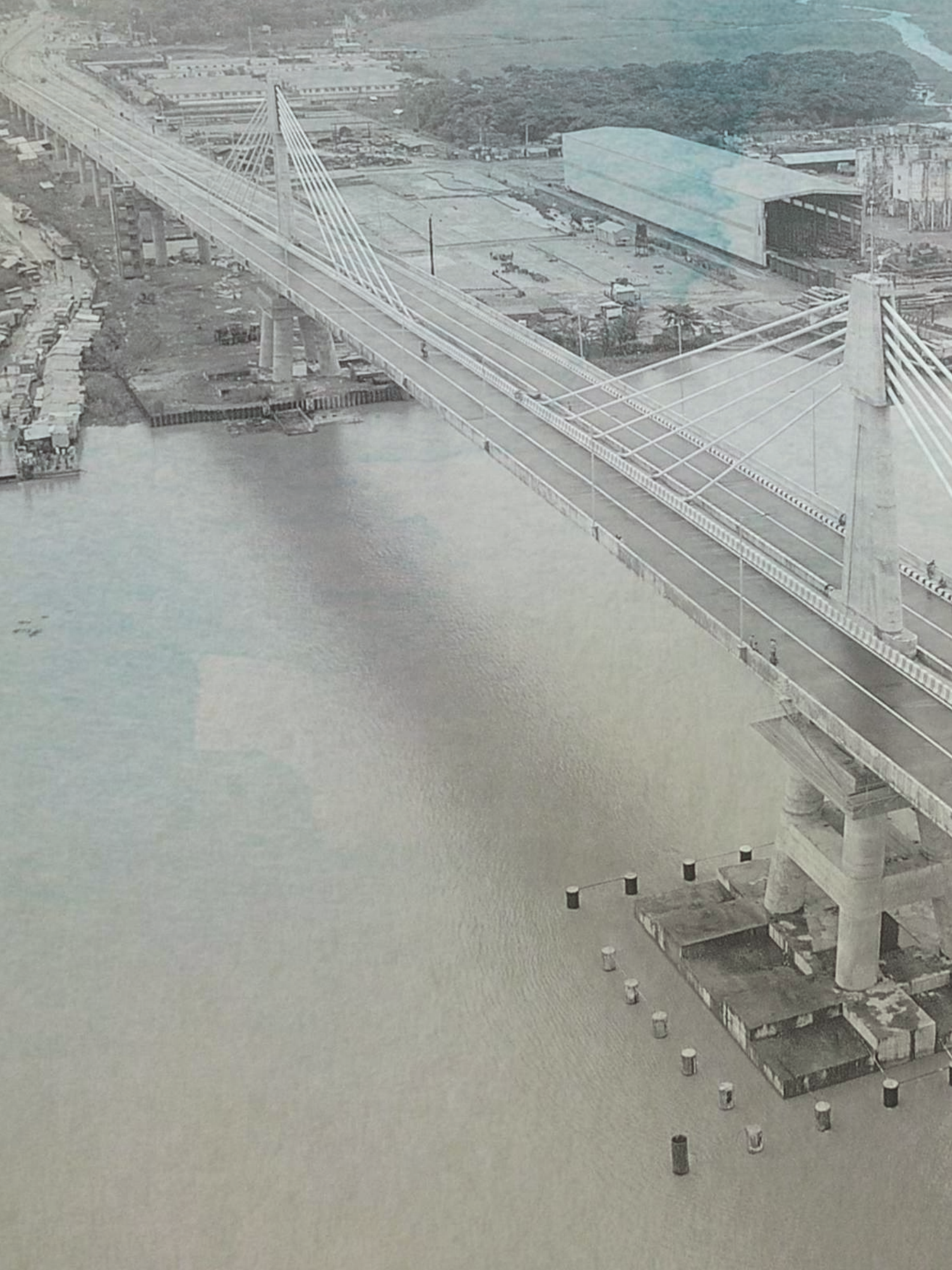

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১৯৬২ সালে তদানীন্তন কন্সট্রাকশন ও বিল্ডিং (সংক্ষেপে সিএন্ডবি) বিভক্ত হয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। সেই সময় হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাংলাদেশের প্রধান সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সর্বমোট ২২,৪৭৬ কিলোমিটার মহাসড়ক রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের বিন্যাস অনুযায়ী ১১০টি জাতীয় মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩৯৯১ কিলোমিটার। ১৪৭টি আঞ্চলিক মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৪,৮৯৭ কিলোমিটার, যার প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটার এবং ৭৩৫টি জেলা মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩,৫৮৮ কিলোমিটার, যার প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার।

মহাসড়ক যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে যুগোপযোগী ও সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে সদর দপ্তরের ৪টি উইং সহ মাঠ পর্যায়ের ১০টি জোন, ২২টি সার্কেল, ৬৫টি বিভাগ এবং ১২৯টি উপবিভাগের মাধ্যমে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প

আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয়সাশ্রয়ী, মানসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন

উন্নয়ন খাত

২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ নিম্নরূপ:

৭৮.৮১ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ	১০৮.৩৪ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট	১২৪৬.০২ কিলোমিটার সার্ফেসিং
১২৩.২৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মান	৮৪৮.৫৮ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ	৭৪৬.৬৮ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ
১১৯টি/ ৯২৩০.২৮ মিটার কংক্রিট সেতু নির্মাণ	১০৩৮টি/ ২৮৫০.৮৫ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ।	

২০২১-২২ অর্থবছরে সফলভাবে সমাপ্ত ৪৫টি প্রকল্পের মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪টি, সেতু নির্মান প্রকল্প ৯টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ২টি।

পরিচালন খাত (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পরিচালন খাতের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদনকৃত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

৯২৫.৯৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ওভারলে	২২৪.১০ কিলোমিটার মহাসড়ক ডিবিএসটি	৬৭৩.৫৩ কিলোমিটার এসবিএসটি
৩২৮.৩১ কিলোমিটার মহাসড়ক বিটুমিনাস কার্পেটিং	৮৯৫.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক সীলকোট	৩১.১৪ কিলোমিটার মহাসড়ক রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ

৩৮টি/১৭৯২.৮২ মিটার সেতু নির্মাণ	১০০টি/৬৯৪.৬০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ	২৩.৯০ কিলোমিটার মহাসড়ক পার্শে ড্রেন নির্মাণ	৩৬.৬৮ কিলোমিটার রক্ষাপ্রদ কাজ।

রাজস্ব আয়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সেতু, সড়ক এবং ফেরিসমূহে টোল, ইজারা, ভাড়াবাবদ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট ১,০২১.১৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। জোনভিত্তিক রাজস্ব আয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ২৬ তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ - ৪ লেন বিশিষ্ট পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) উদ্বোধন করেন। এটি দেশের সর্বোচ্চ স্প্যানবিশিষ্ট (২০০ মিটার) সেতু এবং সেতুটি নির্মাণের ক্ষেত্রে ১৩০ মিটার দীর্ঘ পাইল ফাউন্ডেশন করা হয়েছে, যা দেশের মধ্যে গভীরতম।

পটুয়াখালী জেলার সর্বদক্ষিণে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের আকর্ষনীয় পর্যটন কেন্দ্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। একসময় বরিশাল হতে পটুয়াখালী হয়ে কুয়াকাটা পর্যন্ত বর্ণিত সড়কপথে ৬টি ফেরি

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ২৬ তম কিলোমিটারে নির্মিত পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু)

পার হয়ে চলাচল করতে হত। ইতোমধ্যে বর্তমান সরকারের মেয়াদে ৫টি স্থানে সেতু নির্মিত হলেও অত্যন্ত খরস্রোতা এবং এ রুটে প্রশস্ততম পায়রা নদীর উপর সেতু না থাকায় পটুয়াখালী তথা কুয়াকাটার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ওপেক ফান্ড ও কুয়েত ফান্ডের যৌথ অর্থায়নে পায়রা সেতুর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে বরিশাল থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ফেরিবিহীন নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ফলে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে দেশি-বিদেশি পর্যটকের সমাগম বাড়বে যা পর্যটন শিল্পের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনা

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় মোট ৪৫টি সেতু উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকৃত সেতুসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেতুসমূহের চিত্র নিম্নরূপঃ

গোবিন্দগঞ্জ-পলাশবাড়ী সড়কে নির্মিত ১৭১ মিটার দীর্ঘ কাটাখালী সেতু

পার্বতীপুর-দিনাজপুর সড়কে নির্মিত ১৬৫ মিটার দীর্ঘ কাঁকড়া সেতু

রংপুর-সৈয়দপুর-দিনাজপুর সড়কে নির্মিত ১৪৫ মিটার দীর্ঘ বারাতি সেতু

জয়পুরহাট-ধামুইরহাট সড়কে নির্মিত ১৪০ মিটার দীর্ঘ কুঠিবাড়ী সেতু

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সাফল্য

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৯২.২০ শতাংশ নম্বর অর্জন করে যা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৬টি সংস্থার মধ্যে সর্বোচ্চ। এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সম্মাননা স্মারকে ভূষিত করা হয়।

উন্নয়ন খাত

এক নজরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২১-২২

সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে
১৬৩টি

বৈদেশিক সহায়তায়
২২টি

মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	বাস্তবায়নের হার
২৩৪৪০.৮৬ কোটি টাকা	২৩২৮০.৬৪ কোটি টাকা	৯৯.৩২%

* ছাড়ের জন্য স্থগিত ছিল ৫৫.৯২ কোটি টাকা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮৫টি প্রকল্প (সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৬৩টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ২২টি) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ২৩৪৪০.৮৬ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ১৯৭৮৮.৭৫ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সহায়তা ৩৬৫২.১১ কোটি টাকা। তবে মোট বরাদ্দের ৫৫.৯২ কোটি টাকা ছাড়ের জন্য স্থগিত ছিল। এ অর্থবছরে মোট ২৩২৮০.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ৯৯.৩২ শতাংশ, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৮.৫৯ শতাংশ বেশি।

বিগত ১০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের বিবরণ নিম্নরূপ

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	এডিপি বাস্তবায়নের হার
২০২১-২২	১৮৫	২৩৪৪০.৮৬	৯৯.৩২%
২০২০-২১	২১২	১৮১১২.৯৯	৯০.৭৩%
২০১৯-২০	২০৬	১৮৬৮২.৯২	৮৬.৯৩%
২০১৮-১৯	১৭৯	১৬৬১৮.৮৫	৯৯.৮২%
২০১৭-১৮	১৪০	১৪১৪৪.৬৮	৯৯.৮৯%
২০১৬-১৭	১৩৪	৮১৯৯.২৮	৯৯.৮৩%
২০১৫-১৬	১৩২	৫৯৯০.৩২	৯৯.৮৬%
২০১৪-১৫	১২৬	৩৯৮৮.৫১	৯৯.৬৩%
২০১৩-১৪	১৪৫	৩৪৬৫.০৪	৯৯.৬৮%
২০১২-১৩	১৫২	৩৩৮২.৮৭	৯৯.৬২%

বিগত ১০ অর্থবছরে উন্নয়ন ব্যয়ের রেখাচিত্র (কোটি টাকায়)

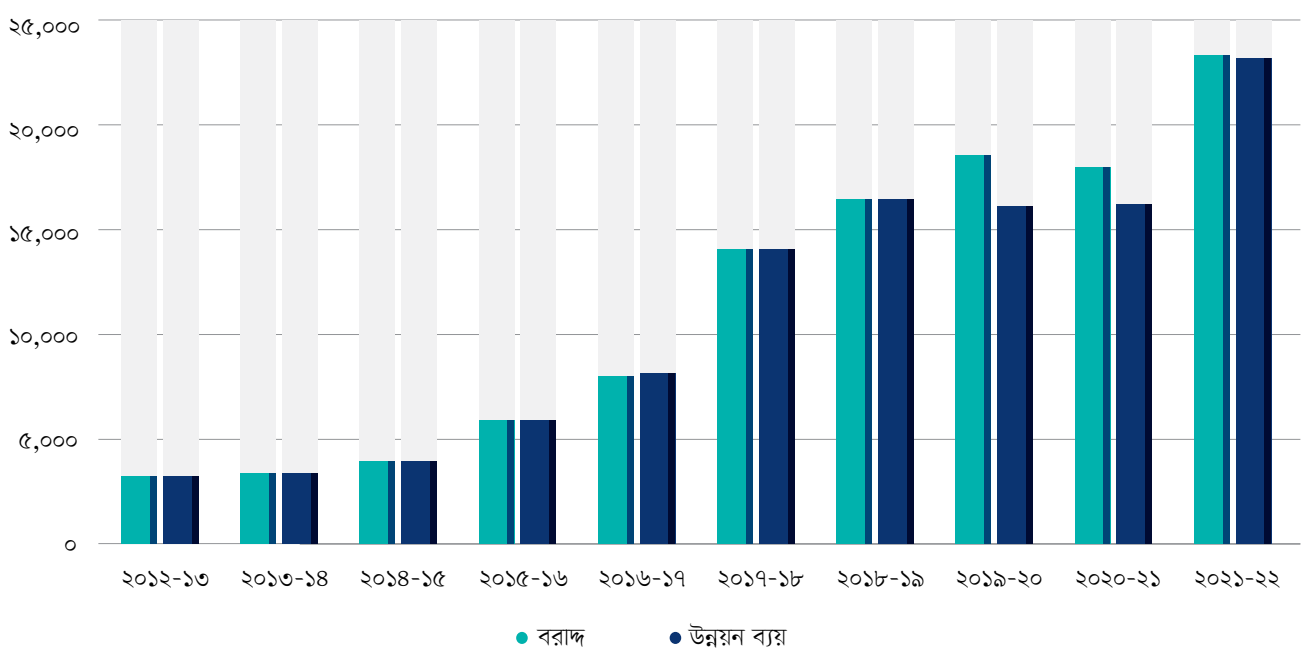

নতুন অনুমোদিত প্রকল্প

টেকসই উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭টি নতুন প্রকল্প (জিওবি অর্থায়নে ১৬টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ১টি) অনুমোদিত হয়। তন্মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ১২টি, সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৩টি, ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প ১টি এবং আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্প ১টি।

২০২১-২২ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা:

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প:

১. বাগেরহাট-রামপাল-মংলা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

২. মাদারগঞ্জ-কয়রা-মনসুরনগর (কাজীপুর)-আব্দুল্লাহমোড় (সরিষাবাড়ী) - ধনবাড়ী সড়ক উন্নয়ন

৩. টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুরিয়া-কাওয়ালিপাড়া-কালামপুর বাস স্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৪. আরিচা (বরঙ্গাইল)-ঘিওর- দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৬) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীকরণ

৫. নড়াইল শহরাংশের জাতীয় মহাসড়ক (এন-৮০৬) প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন

৬. কুমারগাঁও-বাদাঘাট-এয়ারপোর্ট সড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে ৪- লেনে উন্নীতকরণ

৭. নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ৩টি আঞ্চলিক ও ৩টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৮. দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি- ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনঃনির্মাণ এবং বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট ও ড্রেন নির্মাণ

৯. শেরপুর (কানাসাখোলা)-ভীমগঞ্জ-নারায়নখোলা-রামভদ্রপুর-পরানগঞ্জ-ময়মনসিংহ (রহমতপুর) সড়ক উন্নয়ন

১০. কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গৌরীপুর-আনন্দগঞ্জ-মধুপুর-দেওয়ানগঞ্জ বাজার- হোসেনপুর জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

১১. মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-২৮০৭) এর দিরাই-শাল্লা অংশ পুন:নির্মাণ

১২. কক্সবাজার- টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (১.৬০ কি:মি: থেকে ৩২.০০ কি:মি: পর্যন্ত) সড়ক প্রশস্থকরণ

সেতু নির্মাণ প্রকল্প:

১. জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন)

২. ময়মনসিংহে কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

৩. চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা জেলা মহাসড়কের (জেড-৮৭০১) পিরোজপুর অংশের জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত বেইলী সেতুর স্থলে পিসি গার্ডার সেতু ও আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ

ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প

কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)- মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ (আর-৭৪৫) আঞ্চলিক মহাসড়ককের ৮১তম কিঃমিঃ এ রেলবাজার রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ

অন্যান্য প্রকল্প

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ০৩টি আন্ডারপাস এবং পদুয়ার বাজার ইন্টারসেকশনে ইউলুপ নির্মাণ

সমাপ্ত প্রকল্প

২০২১-২২ অর্থবছরে সফলভাবে সমাপ্ত ৪৫টি প্রকল্পের মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪টি, সেতু নির্মান প্রকল্প ৯টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ২টি।

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প:

১. ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪- লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ

২. বিমান বন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ- ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

৩. কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবনী মোড় সড়ক (এন-১১০) চারলেনে উন্নীতকরন

৪. জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭) এর মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ

৫. হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘরিয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কের মিডিয়ানসহ পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ

৬. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরন (গোপালগঞ্জ জোন)

৭. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরন প্রকল্প (সিলেট জোন)

৮. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরন প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

৯. জিঞ্জিরা- কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ- দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন (কদমতলী থেকে জনি টাওয়ার লিংক সহ) (আর-৮২০)

১০. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন)

১১. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন) (২য় পর্যায়)

১২. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন)

১৩. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর জোন)

১৪. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রাজশাহী জোন)

১৫. জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (গোপালগঞ্জ জোন)

১৬. নড়াইল-ফুলতলা জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৭. গাইবান্ধা- গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৫৫৪) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৮. ভালুকা-গফরগাঁও- হোসেনপুর সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৯. টেকনাফ-শাহপরীরদ্বীপ জেলা মহাসড়ক (জেড-১০৯৯) এর হাড়িয়াখালী হতে শাহপরীরদ্বীপ অংশ পুন:নির্মাণ প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ

২০. সোনাহাট সেতু এপ্রোচ হতে সোনাহাট স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২১. মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়কের সিন্দুকছড়ি হতে মহালছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন

২২. বড়তাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মিরেরসরাই ইপিজেড সংযোগ সড়ক নির্মাণ

২৩. ফেনী (মাস্টারপাড়া)- আলোকদিয়া- ভালুকিয়া- লস্করহাট-ছাগলনাইয়া (শান্তিরহাট) জেলা মহাসড়কটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৪. আলীকদম-জালানীপাড়া-করুকপাতা- পোয়ামুহুরী সড়ক নির্মাণ

২৫. রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (জেড-৮৭০৮) উন্নয়ন প্রকল্প (ঝালকাঠি অংশ)

২৬. ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) সড়ক উন্নয়ন

২৭. বাগেরহাট জেলার কচুয়া (পিংগুরিয়া) হতে হেরমা লঞ্চঘাট পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

২৮. কক্সবাজার জেলার রামু-ফতেখাঁরকুল-মরিচ্যা জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৯ এবং ১১৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৯. লাকসাম (বিনয়ঘর)-বাইয়ারা বাজার-ওমরগঞ্জ-নাঙ্গলকোট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৩০. টাঙ্গাইল- দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১৫), করটিয়া (ভাতকুড়া)- বাসাইল জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১২) এবং পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন জেলা মহাসড়কের দেলদুয়ার-এলাসিন (জেড-৪০০৭) অংশকে যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৩১. বরুড়া উপজেলার সহিত সংযুক্ত চাঁপাপুর-বরুড়া, নিমসার-বরুড়া এবং খাজিরিয়া-বরুড়া জেলা মহাসড়ক তিনটি যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৩২. সোনাইমুড়ী- সেনবাগ- কল্যান্দী- চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

৩৩. সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট সড়ক উন্নয়ন

৩৪. নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০২) এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০৭) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

সেতু নির্মাণ প্রকল্প:

১. ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন

২. নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ন পুরাতন, সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ ও কালভার্ট পুন:নির্মাণ

৩. চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ ও সংকীর্ণ কালারপুল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার সেতু নির্মাণ

৪. পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট সড়কের (জেড -১০৭০) ৯ম কিমিঃ এ কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ

৫. গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা (জেড -১০৪০) সড়কের ১১তম কিলোমিটারে চাঁদখালী নদীর উপর বরকল সেতু নির্মাণ

প্রকল্প সমূহ

সমাপ্ত মেগা প্রকল্প

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ২৬টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে ২টি মেগা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

২য় শীতলক্ষ্যা (২য় কাঁচপুর), ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন

২০১৬ সালে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীত করে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলে চট্টগ্রামের সাথে ঢাকার সড়ক যোগাযোগ দ্রুততর হয়। কিন্তু এ সড়কে বিদ্যমান শীতলক্ষ্যা (কাঁচপুর), মেঘনা ও গোমতী সেতুসমূহ ২- লেন বিশিষ্ট হওয়ায় জনগণ ৪- লেনে উন্নীত মহাসড়কের সুফল পূর্ণাঙ্গরূপে পাচ্ছিলেন না। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার এবং জাইকার যৌথ অর্থায়নে ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু সমূহের পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০৬৭.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ শীতলক্ষ্যা সেতু (দ্বিতীয় কাঁচপুর), মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও গোমতী নদীর ওপর ১৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর পুনর্বাসন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতুসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যান চলাচলের জন্য শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রতিবেদনাধীণ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে।

৪- লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা সেতু (২য় কাঁচপুর সেতু)

৪- লেন বিশিষ্ট মেঘনা সেতু

৪- লেন বিশিষ্ট গোমতী সেতু

ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪- লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ

৪১৫১.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪- লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পটি প্রতিবেদনাধীণ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে।

ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে নির্মিত আব্দুল্লাহপুর ফ্লাইওভার

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট মেগা প্রকল্প (মহাসড়ক উন্নয়ন)

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪- লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ

South Asia Sub-Regional Economic Cooperation (SASEC) ফোরামটি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও মায়ানমার নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম। এ ফোরামের আওতায় সদস্য দেশসমূহের ২১টি উপ-আঞ্চলিক সড়ক করিডোর উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) এবং আবুধাবি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এডিএফডি) এর অর্থায়নে "সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পঃ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪- লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগের একমাত্র করিডোরের জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়কটি ধীর গতির যানবাহনের পৃথক লেনসহ চার- লেনে উন্নীতকরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটিতে ৭টি ফ্লাইওভার, ২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৫৩টি সেতু, ৭৬টি কালভার্ট, ১১টি আন্ডারপাস, সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ও পথচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সড়কের উভয়পাশে ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের

ড্রেনসহ ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল মহাসড়কের উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, এ প্রকল্পের আওতায় সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সড়ক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের পূর্ত কাজের শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে।

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত চন্দ্রা ফ্লাইওভার

সার্ভিস লেনসহ ৪- লেনে উন্নীত জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক (এন-৪)

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ১৬,৬৬২.৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন "সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাসেক ফোরামের উদ্যোগে গৃহীত দ্বিতীয় প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা হতে হাটিকুমরুল হয়ে রংপুর পর্যন্ত ১৯০.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয়পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ করা হচ্ছে। এ মহাসড়কটি পরবর্তীতে ভারত ও নেপালের সাথে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত এবং ভারত ও ভুটানের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বুড়িমারী সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় হাটিকুমরুলে একটি মডিফাইড ক্লোভারলিফ ইন্টারচেঞ্জ, ৭টি উড়ালসেতু, ২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৩৯টি আন্ডারপাস এবং ২৬টি নতুন সেতু নির্মাণসহ বিদ্যমান ৭টি সেতু পূনর্বাসন করা হবে। এছাড়াও সওজ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সড়ক গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রোড অপারেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪০.২৩ শতাংশ।

সাসেক-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন নলকা সেতু

সাসেক-২ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মত অত্যাধুনিক কংক্রিট পেভার ব্যবহার করে নির্মিত রিজিড পেভমেন্ট

সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে ১৬,৯১৮.৫৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা (কাঁচপুর) হতে সিলেট পর্যন্ত ২০৯.৩২৮ কিলোমিটার মহাসড়ক পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪- লেনে উন্নীতকরণ, ৬৬টি সেতু, ৩০৫টি কালভার্ট, ৭টি ফ্লাইওভার/ ওভারপাস, ৬টি রেলওভার ওভারপাস, ৩৭ টি ইউ-টার্ণ, ৮টি রাউন্ড এবাউট ও ২৬টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পের পরামর্শক এবং পূর্ত কাজের ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

তামাবিল বন্দরের সাথে সিলেট তথা সারা দেশের যোগাযোগ দ্রুততর এবং নিরাপদ করার মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং এআইআইবি'র অর্থায়নে ৩৫৮৩.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ চলমান।

উইকেয়ার ফেজ ১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্য দিয়ে উপ-আঞ্চলিক সড়ক করিডোর উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "উইকেয়ার ফেজ ১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৪১৮৭.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৮.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের উভয়পাশে পৃথক সার্ভিসলেনসহ মূল সড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হবে। প্রকল্পটির আওতায় ২- লেন সার্ভিস লেনসহ ৪ লেনে ৪৮.৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নীতকরণ, ১টি ফ্লাইওভার, ৪টি সেতু, ৫৫টি কালভার্ট, ১১টি বাস বে ও ১টি আন্ডারপাস নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণ, সেবা ও পূর্ত প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক চার লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

৫,৭৯১.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪- লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ভারতীয় Line of Credit (LOC) এর আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৬টি সেতু, ০২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৪টি আন্ডারপাস, ৩৬টি কালভার্ট নির্মাণ করার সংস্থান রয়েছে।

জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- প্রকল্পের তিনটি পূর্ত প্যাকেজের ঠিকাদার কর্তৃক কাজ চলমান রয়েছে;
- ১০টি সেতু ও ১টি রেলওয়ে ওভারপাসের সাবস্ট্রাকচারের কাজ চলমান রয়েছে;
- নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন;
- প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩২.৯৫ শতাংশ।

আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)

গাজীপুর সিটি করপোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ৪২৬৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহীত "গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)" প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি সওজ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, বিআরটি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনের জন্য একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে ঢাকা বিআরটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সওজ অংশ

সকল সার্ভিস পাইল
এবং পিয়ার ক্যাপ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে

শতভাগ বক্স গার্ডার
নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং মোট ৭৬টি স্প্যানের মধ্যে ৪০টি (৫২ শতাংশ) স্প্যানের বক্স গার্ডার উত্তোলন সম্পন্ন হয়েছে

২৪,৫১৫ মিটার
(৯৭ শতাংশ) ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে

২৩,২৭২ মিটার
(৯৭.৫০ শতাংশ) সড়ক প্রশস্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে

৯,৭৯৪ মিটার
(৯৫ শতাংশ) রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে

মূল সড়কে অ্যাসফল্ট পেভমেন্ট
নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

মূল চুক্তি অনুসারে
ভৌত অগ্রগতি ৮১.৪৫ শতাংশ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ

সার্ভিস পাইল ৮১%,
শতাংশ,পাইল ক্যাপ ৭৫%, শতাংশ, পিয়ার ৭৩% শতাংশ এবং পিয়ারক্যাপ ৬৪% শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে

৯৪৭টি
(৭৪ শতাংশ) আই-গার্ডার নির্মিত হয়েছে তন্মধ্যে ৬৩.৪০ শতাংশ আই-গার্ডার স্থাপন করা হয়েছে।

৬,৯০০ মিটার
(৭৬ শতাংশ) সড়ক প্রশস্তকরণ এবং ৬,০৯০ মিটার (৬৭ শতাংশ) সড়কে অ্যাসফল্ট পেভমেন্ট নির্মিত হয়েছে।

৬৯.৮২ শতাংশ %
ভৌত অগ্রগতি

এলজিইডি অংশ

গাজীপুর বাস ডিপোর
নির্মাণ কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে

৩৩,৬০০ মিটার
সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে

ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১,৯৯৮.৮১ কোটি টাকা যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪৬.৮৩ শতাংশ।

মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ)

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বহিঃবাণিজ্যিক চাহিদা পুরনের লক্ষ্যে দেশের ব্যস্ততম চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের পরিপূরক হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ীতে উন্নয়ন সহযোগী জাইকার সহায়তায় মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করেছে। প্রকল্পটি নৌ পরিবহন মন্ত্রনালয়ের তত্ত্বাবধানে বন্দর অংশ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বন্দর সংযোগ সড়ক নির্মান অংশ সওজ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পটি বিগত ১০ মার্চ ২০২০ তারিখের একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জানুয়ারী ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭,৭৭৭.১৬ কোটি টাকা, তন্মধ্যে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮,৮২১.৩৪ কোটি টাকা। সওজ অধিদপ্তরের আওতায় ২০.৬৪৬ কিলোমিটার ৪ লেন মহাসড়ক (২- লেন প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত এবং ২- লেন সার্ভিস মহাসড়ক) ও মোট ৭০৫৪ মিটার দীর্ঘ ১৭টি সেতু নির্মান করা হবে।

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট মেগা প্রকল্প (সেতু উন্নয়ন)

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ

বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের লেবুখালী নামক স্থানে পায়রা নদীর ওপর ১৪৪৭.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জুন ২০২২ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৮১.৯৯ শতাংশ। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) শুভ উদ্বোধন করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। প্রকল্পের নদীশাসন ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান।

সড়ক বাতির আলোয় আলোকিত পায়রা নদীর উপর লেবুখালী সেতু

ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

জাইকার অর্থায়নে ২৯১১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলতি ব্যয়ে ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ৮২টি ঝুঁকিপূর্ণ ও সরু সেতু পুন:নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের ৭ টি প্যাকেজের আওতায় ৫টি সড়ক জোনে ৬০টি সেতু ইতোমধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.৯৪ শতাংশ।

WBBIP *প্রকল্পের আওতায় নাটোর-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কে নির্মিত আত্রাই সেতু*

ময়মনসিংহে কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ৩২৬৩.৬৩ কোটি প্রাক্কলিত ব্যয়ে "ময়মনসিংহে কেওয়াটখালী সেতু নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ৩২০ দৈর্ঘ্যের ষ্টীল আর্চ সেতুসহ ১১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু; ৩টি সড়ক ওভারপাস; ২টি রেলওয়ে ওভারপাস; উভয় পার্শ্বে এসএমভিটি লেনসহ (Slow Moving Vehicular Traffic Lane) ৭.২০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ৪-লেন মহাসড়ক; টোল প্লাজা; রেস্ট এরিয়া এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবকাঠামো নির্মিত হবে।

ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে অবস্থিত সরু, ক্ষতিগ্রস্ত ও জরাজীর্ণ ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন এবং এশিয়ান হাইওয়ের সর্বশেষ মিসিং লিংক কালনায় মধুমতি নদীর ওপর কালনা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ৩৭৪৫.৫১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬০.৩৬ শতাংশ। এ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন কালনা সেতু ২০২২-২৩ অর্থবছরে উদ্বোধনের মাধ্যমে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে।

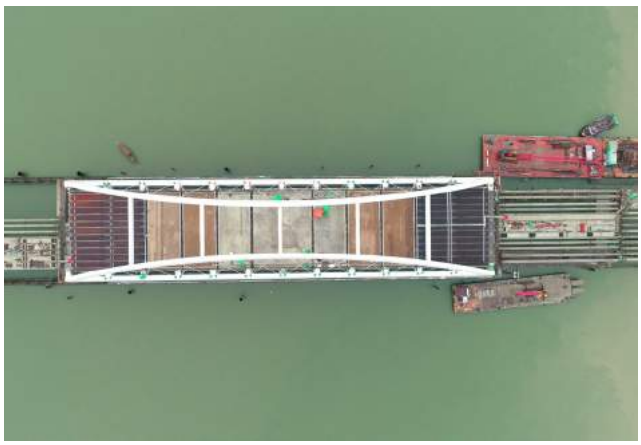

মধুমতি সেতু

বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকি সড়ক (জেড-৮০৪৪) ২৭ তম কিঃমিঃ এ পান্ডব-পায়রা নদীর উপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ প্রকল্প

বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকি সড়ক (জেড-৮০৪৪) ২৭ তম কিঃমিঃ এ পান্ডব-পায়রা নদীর উপর ১০২৩.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৩০০ মিটার দীর্ঘ নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি গত ০৮ জুন ২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্প

কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)- নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ২০৩০.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ককে ৪- লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সার্বিক অগ্রগতি ৬৫.৮৭ শতাংশ।

কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)- নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

পাঁচদোনা-ডাঙ্গা- ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়ককে একস্তর নীচু দিয়ে উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪- লেনে উন্নীতকরণ (ডাঙ্গা বাজার-ইসলামপুর লিংকসহ)

২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাঁচদোনা-ডাঙ্গা - ঘোড়াশাল মহাসড়ককে উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪- লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪৮৯.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫৫.০৭ শতাংশ।

শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন

শরীয়তপুর জেলার সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ১৬৮২.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৯.১২ শতাংশ।

শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ) মহাসড়কে প্রেমতলা সেতুর নির্মাণ কাজ

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ১৪৮৫.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৩.৩৮ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪- লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি ৬২.২৫ শতাংশ।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ

পার্বত্য জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প

পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩,৮৬০.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম পর্যায়ে ৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ২৭.৩৬ শতাংশ।

পার্বত্য জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণের চলমান কাজ

হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী শেখের জায়গা-আমুলিয়া- ডেমরা মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে ১২০৯.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া- ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাংরোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫.৮৩ শতাংশ।

মধুপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক (এন-৪০১) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প

১১০৭.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মধুপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক (এন-৪০১) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যপ্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬.০৬ শতাংশ।

টাঙ্গাইল- দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুরিয়া-কাওয়ালিপাড়া-কালামপুর বাস স্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প

১৪৩৫.৮৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে টাঙ্গাইল- দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুরিয়া-কাওয়ালীপাড়া-কালামপুর বাসস্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

ঢাকা জোনের আওতাধীন জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে ১১৯০.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জোনের আওতাধীন বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত ৮১টি ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পুন:নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৭.১৩ শতাংশ।

সাপোর্ট টু ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ

ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত ৭৯৭৫.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৯.১৪ শতাংশ।

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত ১,৮৬৭.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২৮.৯৬ শতাংশ।

গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

ক্রমবর্ধমান ওভারলোডের কারনে দেশের মহাসড়ক নেটওয়ার্কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ১৬৩০.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ

রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া পয়েন্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি ৮৯৪.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৭৬২.৭৭ কোটি টাকা। সেতুটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব সেতু

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ

বাংলাদেশ সরকার ও সৌদি উন্নয়ন তহবিল (এসএফডি) এর যৌথ অর্থায়নে ৬০৮.৫৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ১২৩৪.৫০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। সেতুটি নির্মিত হলে নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সাথে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর ও সোনারগাঁও উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া, পদ্মা সেতু নির্মাণের পর ঢাকা মহানগরীকে বাইপাস করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে জাতীয় মহাসড়ক এন-১ এর সহজ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৫২৯.৯৩ কোটি টাকা। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৭.০৮ শতাংশ।

মাতারবাড়ি কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে সরকার কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়িতে জাইকার অর্থায়নে ১২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্পে যাতায়াতের জন্য জাইকার অর্থায়নে সওজ অধিদপ্তর মাতারবাড়ি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৫৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২.৬৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ/পুনর্বাসন এবং কোহেলিয়া নদীর উপরে ৬৮০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন সেতু নির্মিত হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯৬.৯১ শতাংশ।

কক্সবাজার- টেকনাফ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর আর্থিক অনুদানে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের কক্সবাজার- টেকনাফ অংশের উন্নয়নের নিমিত্ত ৪৯৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "কক্সবাজার- টেকনাফ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬২.৪৪ শতাংশ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ, কে, এম নাসিম ওসমান সেতু

জোনভিত্তিক কার্যক্রম

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ১০টি সড়ক জোনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সড়ক জোনসমূহ হল-ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ এবং বরিশাল। এছাড়াও ১টি যান্ত্রিক জোন রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোনের মোট বরাদ্দ ছিল ১৫৪১৫.৩১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১৫৩৫৬.৯৬ কোটি টাকা সমমূল্যের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। মাঠপর্যায়ের জোনসমূহের উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

জোনওয়ারী উন্নয়ন বরাদ্দের চিত্র

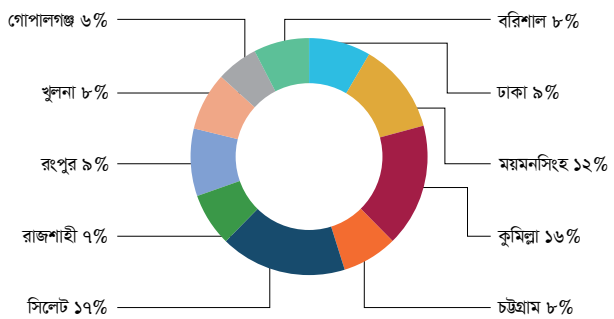

জোনওয়ারী উন্নয়ন ব্যয়ের চিত্র

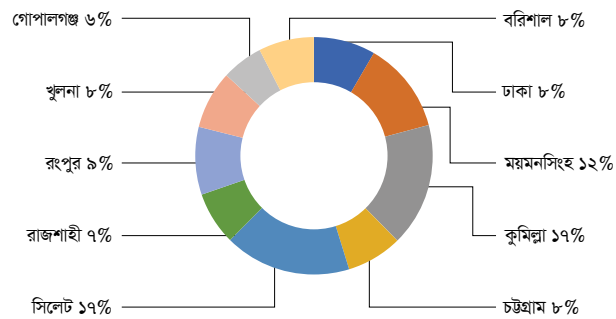

ঢাকা জোন

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে ঢাকা সড়ক জোন গঠিত। ঢাকা, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ নিয়ে ঢাকা সার্কেল এবং নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নরসিংদী সড়ক বিভাগ নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ৬৮টি জেলা মহাসড়ক, ৩৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৬টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ১৮৬৯.৬৭ কিলোমিটার। ঢাকা জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারী সড়ক নেটওয়ার্কের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কি.মি.)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি.মি.)	জেলা মহাসড়ক (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
ঢাকা	১০০.৪৪	৭০.৬৯	১০৫.৪৮	২৭৬.৬১
গাজীপুর	১০৩.০৭	২১১.১৮	৯৭.৮৭	৪১২.১৩
মানিকগঞ্জ	৭৩.৩৩	৮০.৮৬	৮৫.৩০	২৩৯.৪৯
নারায়ণগঞ্জ	৯০.৬০	৮৮.২৪	৭৪.৫৭	২৫৩.৪১
মুন্সীগঞ্জ	৩৮.৫৭	১০৩.১৮	১৮২.৯৮	৩২৪.৭৪
নরসিংদী	৬২.৬১	১৩৫.৪১	১৬৫.২৭	৩৬৩.৩০
সর্বমোট	৪৬৮.৬৩	৬৮৯.৫৬	৭১১.৪৮	১৮৬৯.৬৭

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

ঢাকা সড়ক জোনের সড়ক নেটওয়ার্কে ৪০৪টি কংক্রিট সেতু (২৬,৬৮১.৩৯মিটার), ৫৪টি বেইলী সেতু (২,৬৫৭.৮০ মিটার), ৮০৩টি কালভার্ট (৪৭৩৯.০৭মিটার) রয়েছে। (তথ্য হালনাগাদ করা প্রয়োজন) এ জোনের অধীনে ১২টি টোল সেতু এবং ৬টি ফেরি রয়েছে।

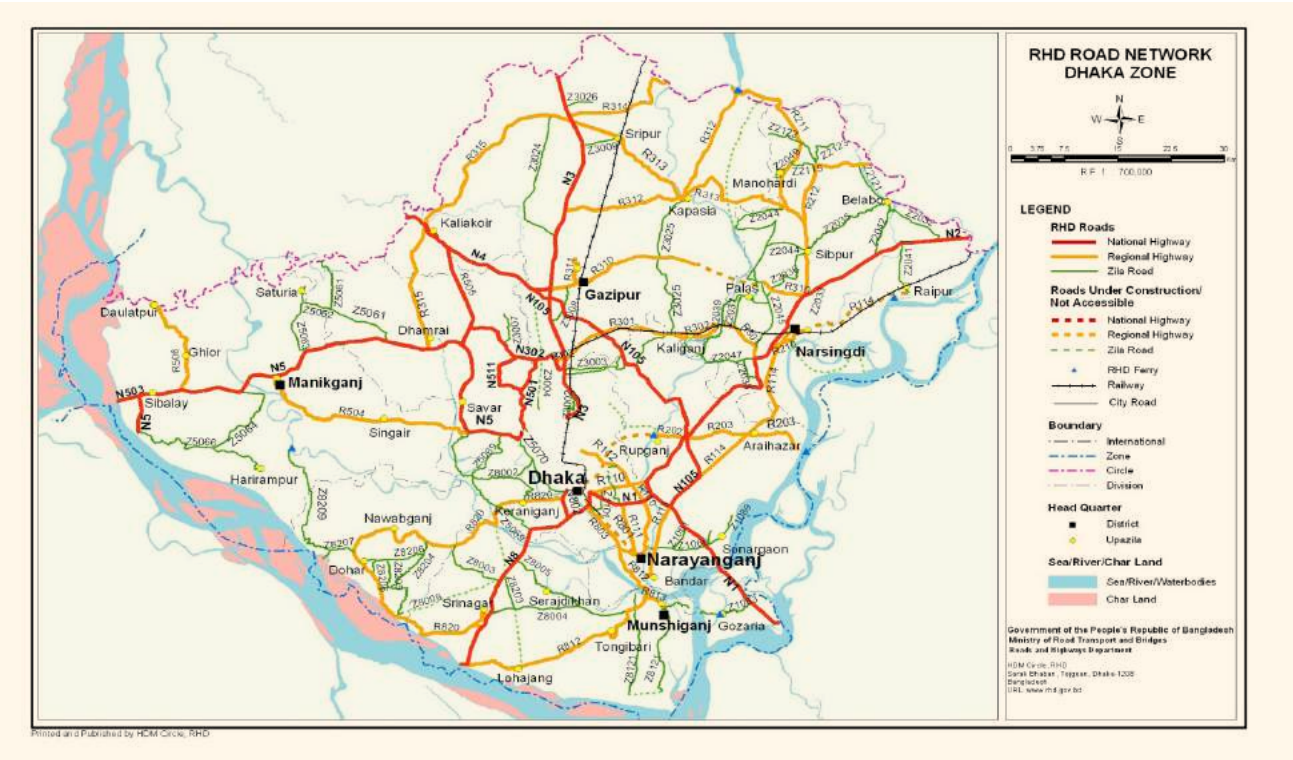

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ঢাকা জোনে ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৩০২.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৯১.৩৫ কোটি টাকা (৯৯.১২%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপ:

সমাপ্ত প্রকল্প

জিঞ্জিরা- কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ- দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন (কদমতলী থেকে জনি টাওয়ার লিংক সহ)

৭২.৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জিঞ্জিরা- কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ- দোহার-শ্রীনগর মহাসড়কটি মোট ৪৭২.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটারে উন্নীত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২২ সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন)

ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগের ১৩৩.৪৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ মোট ৫৮০.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ঢাকা	ভাষানটেক- দেওয়ানপাড়া-কালসি মহাসড়ক (জেড-৩০০৫)	৩.২৯০
	জিরাবো-তৈয়বপুর-দিয়াখালী-তাজপুর মহাসড়ক (জেড-৩০০৭)	৬.৬৪০
	মাতুয়াইল-নিউটাউন-কোনাপাড়া-মানিকদি-শেখের জায়গা মহাসড়ক (জেড-১১০২)	৪.১০০
	তুরাগ-রুহিতপুর-বাউরভিটা জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৯)	১৬.২০০
নরসিংদী	শিবপুর-দুলালপুর-লাকপুর-হাতিরদিয়া জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৪৪)	১৬.৮০০
	শিবপুর-দরিয়াপুর-কামরাবো-বেলাবো জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৩৫)	১৫.৬৩০
	ঘোড়াশাল টান স্টেশন-ধলাদীয়া-পলাশ (গাবতলী)-ফুলবাড়ীয়া চরসিন্দুর জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৩৭)	১২.৫০০
	জিহাসতলা- শেখেরচর জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৩৮)	৪.৫০০
গাজীপুর	শ্রীপুর-বৈরাগীরচালা মহাসড়ক (জেড-৩০০৯)	৫.৩৭৬
	কালিগঞ্জ-তুমুলিয়া-উলুখোলা মহাসড়ক (জেড-৩০১০)	৬.৯৫৭
	মাওনা (এমসি বাজার)-শিশুপল্লী মহাসড়ক (জেড-৩০২৬)	৪.০১৫
মুন্সীগঞ্জ	তুরাগ-রুহিতপুর-বাউরভিটা জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৯)	৬.৬০০
	নিমতলী-সিরাজদীখান-কাকালদী জেলা মহাসড়ক (জেড-৮০০৫)	৭.৫০০
	শ্রীনগর (হাসাড়া)-আলমপুর-শ্রীবরামপুর (সিরাদীখান)-নওয়াবগঞ্জ (কাসুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৮০০৩)	৩.৯৫০
মানিকগঞ্জ	বানিয়াজুরী-ঝিটকা-হরিরামপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৪)	৬.৯৪০
	গালড়া-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১২.৪১০
সর্বমোট		**১৩৩.৪৮**

উন্নয়নকৃত গোলড়া-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৩)

চলমান প্রকল্প

যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)- ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ

দেশের পুর্বাঞ্চল থেকে রাজধানী ঢাকায় আগমন ও নির্গমনকারী যান চলাচলের সুবিধার্থে ৩৬৮.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৮.৪৪৫ কিলোমিটার সার্ভিস লেন নির্মাণসহ ৫.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীত করা হবে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৭.৪৭ শতাংশ।

ঢাকা(মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫) এর প্রশস্তকরণসহ বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিস লেন ও বাস- বে নির্মাণ

৭৩৫.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫) এর নবীনগর হতে নয়ারহাট ও পাটুরিয়া ঘাট এলাকা প্রশস্তকরণসহ আমিন বাজার হতে পাটুরিয়া ঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটেড লেনসহ সার্ভিস লেন ও বাস-বে নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন সার্বিক অগ্রগতি ৬৫.৯৬ শতাংশ।

ঢাকা(মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫) এর গোলড়া বাস স্ট্যান্ডের এলাকার মেইন ক্যারিজওয়ে ও ডেডিকেটেড সার্ভিস লেন

ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক (জেড-৮২০৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত ৪০৯.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক (জেড-৮২০৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩৩.৯৬ শতাংশ।

লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনার বাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ)

২৬০.৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭২.১৩ শতাংশ।

চাষাড়া-খানপুর-হাজীগঞ্জ- গোদনাইল-আদমজী ইপিজেড সড়ক নির্মাণ

১১৩.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চাষাড়া-খানপুর-হাজীগঞ্জ-গোদনাইল-আদমজী ইপিজেড সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩৮.৭৬ শতাংশ।

নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়া)-৬ লেনে উন্নীতকরণ

সাইনবোর্ড-নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নীতকরণের নিমিত্ত ৪৪৯.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়)-৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪২.২৬ শতাংশ।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আমিন বাজার, সালেহপুর ও নয়ারহাট নামক স্থানে ৩টি সেতু নির্মাণ

নয়ারহাট ব্রীজ-২ এর চলমান নির্মাণ কাজ

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ করতে ৩৮৮.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আমিন বাজার, সালেহপুর ও নয়ারহাট নামক স্থানে ৩টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪১.১৪ শতাংশ।

ময়মনসিংহ জোন

ময়মনসিংহ ও জামালপুর সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে ময়মনসিংহ সড়ক জোন গঠিত। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগ নিয়ে ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেল এবং জামালপুর, শেরপুর ও টাংগাইল সড়ক বিভাগ নিয়ে জামালপুর সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ১২টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৮১টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ২৬১০.১২ কিলোমিটার। ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারী সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কি.মি.)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি.মি.)	জেলা মহাসড়ক (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
জামালপুর	১৯.৭৩	১৬৫.৬৭	১৬৩.০৪	৩৪৮.৪৪
কিশোরগঞ্জ	৩.২৭	১৩৭.৪৯	২৮৬.০৭	৪২৬.৮৩
ময়মনসিংহ	১০১.৯১	৯২.৭৭	৩৭৪.৬১	৫৬৯.২৮
নেত্রকোণা	-	৫২.৬৪	৩১৬.১৯	৩৬৮.৮৩
শেরপুর	২৮.০০	৬৩.২৮	২২৮.৫৬	৩১৯.৮৪
টাঙ্গাইল	১৩২.৯২	৬৭.২৬	৩৭৬.৭২	৫৭৬.৯০
সর্বমোট	২৮৫.৮৩	৫৭৯.১২	১৭৪৫.১৮	২৬১০.১২

Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

ময়মনসিংহ সড়ক জোনের আওতায় ৩৯২টি কংক্রিট সেতু (২২২৬৮.২৫৬ মিটার), ৩৭টি বেইলী সেতু (১৫১৮.৩৭ মিটার), ১৬৬৬টি কালভার্ট (৬১০৫.২০ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৯টি টোল সেতু এবং ৫টি ফেরি রয়েছে।

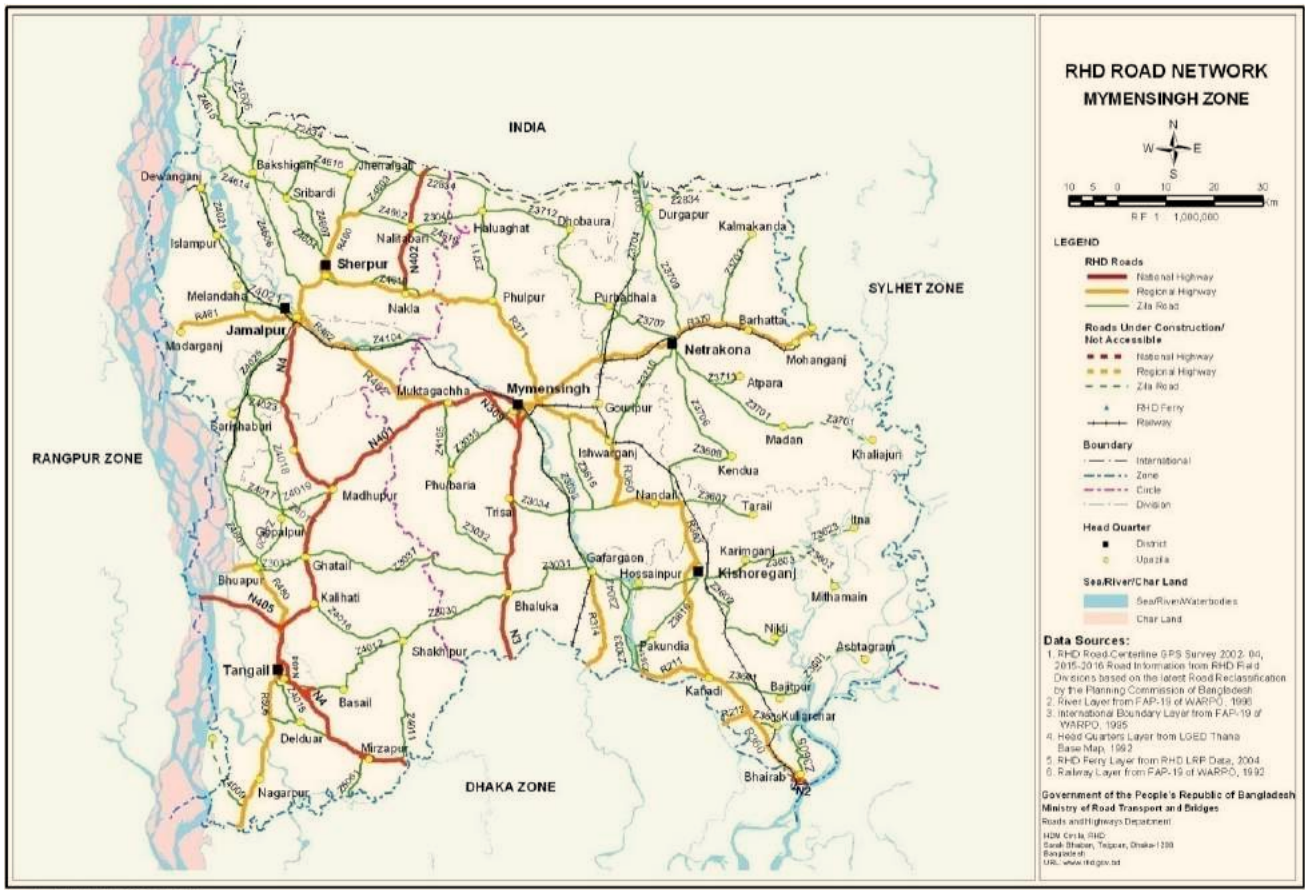

ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ময়মনসিংহ জোনে বাস্তবায়নাধীন ২৫টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৯০৬.১১ কোটি টাকার বিপরীতে ১৯০৬.১১ কোটি টাকা (১০০%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

টাঙ্গাইল- দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১৫), করটিয়া (ভাতকুড়া)- বাসাইল জেলা মহাসড়ক (জেড -৪০১২) এবং পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন জেলা মহাসড়কের দেলদুয়ার-এলাসিন (জেড -৪০০৭) অংশকে যথাযথ মানেও প্রশস্ততায় উন্নীত করণ

১৩৯.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে টাঙ্গাইল- দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১৫), করটিয়া (ভাতকুড়া)- বাসাইল জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১২) এবং পাকুল্লা- দেলদুয়ার-এলাসিন জেলা মহাসড়কের দেলদুয়ার-এলাসিন (জেড-৪০০৭) অংশকে যথাযথমানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

সমাপ্তকৃত টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার জেলা মহাসড়ক (জেড-৪০১৫), (চেঃ ০৫+৪০০মি.)

ভালুকা-গফরগাঁও- হোসেনপুর সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প

২৩৪.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ভালুকা-গফরগাঁও- হোসেনপুর সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ভালুকা-গফরগাঁও- হোসেনপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৩০৩১)

চলমান প্রকল্প:

আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা প্রকল্প

৫৫৯.৫৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা) প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। নেত্রকোনা জেলার ৩৬ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ জেলার ৪৪ কিলোমিটার মহাসড়ক এবং ৩১টি সেতু ও ৬৮টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ এ প্রকল্পে সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলা এবং ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৮.৯৫ শতাংশ।

আন্তঃজেলা সীমান্ত মহাসড়ক, ময়মনসিংহ অংশ

আন্তঃজেলা সীমান্ত মহাসড়ক, নেত্রকোনা অংশ

নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

৪৮১.২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৮.৬০ শতাংশ।

নির্মিত জিঞ্জিনিয়া সেতু (চেইনেজ ২+৮০০মি:)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)

৭৯১.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১৫১.৫২ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৭.৫৮ শতাংশ। প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ (ডিসিঅফিস)-রঘুরামপুর- নেত্রকোণা- মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (আর-৩৭০) (ময়মনসিংহ অংশ)	১৫.০০০
	গফরগাঁও-বরমী-মাওনা মহাসড়ক (আর-৩১৪)	২৪.৩০০
নেত্রকোণা	ময়মনসিংহ (ডিসিঅফিস)-রঘুরামপুর- নেত্রকোণা- মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (আর-৩৭০) (নেত্রকোণা অংশ)	২১.০০০
শেরপুর	জামালপুর- শেরপুর-বনগাঁও মহাসড়ক (আর-৪৬০)	৩৪.৭০০
কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-কিশোরগঞ্জ (বাটুলী)-ভৈরববাজার (কিশোরগঞ্জ ভৈরববাজার অংশ) মহাসড়ক (আর৩৬০) (কিশোরগঞ্জ অংশ)	৫৬.৫২০

গফরগাঁও-বরমী-মাওনা মহাসড়ক (আর-৩১৪)

জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প

জামালপুর জেলা শহরের গেইট পাড় নামক স্থানে ২৯১.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে উক্ত এলাকায় যানজট সমস্যা নিরসন হবে। জুন২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৮৯.৬৮ শতাংশ।

এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৪) প্রশস্তকরণ

৫২৮.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এলেঙ্গা থেকে জামালপুর পর্যন্ত ৭৭.৬০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার থেকে ৯.১০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯২.৮৩ শতাংশ।

এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৪), (চেইনেজ: ৮৯তম কি.মি.)

জেলা মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ময়মনসিংহ জোন)

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগের মোট ২৪৪.৬১ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৮০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৮.৩১ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ভালুকা-সখিপুর মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩০৩০)	৬.৩০০
	ময়মনসিংহ-ফুলবাড়ীয়া মহাসড়ক উন্নয়ন	৫.০০০
	ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩০৩৩)	৪৫.৪৪৮
	ফুলপুর-হালুয়াঘাট-তিনকোণী মোড় মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩৭১১)	২৩.৬৬০
	নালিতাবাড়ী-বড়ুয়াজানি-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসড়ক (ময়মনসিংহ অংশ) (জেড-৩০৪০)	৮.৯৫০
নেত্রকোণা	নেত্রকোণা-পূর্বধলা-হুগলা- ধোবাউড়া মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩৭০৭)	১৫.০০০
	নেত্রকোণা-বিরিশিরিমহাসড়ক	৬.৫০০
কিশোরগঞ্জ	উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক (জেড-৩৬০১)	১৫.৭৫০
	নান্দাইল-আঠারোবাড়ী- কেন্দুয়া মহাসড়ক	৯.০০০
জামালপুর	ইসলামপুরথানাসাব- রেজিস্টার অফিস-হাকিম চেয়ারম্যানবাড়ী-রিশিপাড়া (জেড-৪৬২২)	২.৯০০
শেরপুর	শ্রীবর্দী-ভায়াডাঙ্গা-ঝিনাইগাতি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	২৯.০০০
	নালিতাবাড়ি- বরুয়াজানী-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসড়ক	১২.০০
টাঙ্গাইল	ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ঘাটাইল মহাসড়ক (জেড-৩০৩৭)	৪২.১০০
	পোড়াবাড়ী (ঘাটাইল)-সারিয়াজানি- গোপালপুর-জনন্নাথগঞ্জ-সরিয়াবাড়ী মহাসড়ক (জেড-৪০১৭)	২৩.০০০

ময়মনসিংহ-গফরগাঁও- টোক মহাসড়ক (জেড-৩০৩৩)

ভালুকা-সখিপুর মহাসড়ক (জেড-৩০৩০)

নেত্রকোনা- কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

নেত্রকোণা জেলা সদরের সাথে কেন্দুয়া উপজেলা হয়ে ঈশ্বরগঞ্জের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার নিমিত্ত ৭১০.৭৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নেত্রকোণা- কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ১৫.৭৬ শতাংশ।

ঈশ্বরগঞ্জ-সোহাগীবাজার-পিকআপ মোড়-আঠারবাড়ি (কলেজ মোড়) সড়কের চলমান কাজ

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল- চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে হাওড় অধ্যুষিত তিনটি উপজেলা ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এর

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট সড়কের চলমান কাজ

সংযোগস্থল চামড়াঘাট বন্দরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ করেছে। সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৭৩১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল- চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩২.৫০ শতাংশ।

কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর- টোক জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরন

কিশোরগঞ্জ জেলা সদর, পাকুন্দিয়া উপজেলা এবং টোক হয়ে গাজীপুর জেলার কাপাশিয়া উপজেলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের নিকট ঢাকা- ময়মনসিংহ (এন-২) কে সরাসরি সংযুক্তকারী সড়কটি যথাযথমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭২৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.৯৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৮.৩৭ শতাংশ।

কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক সড়কের চলমান কাজ

ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা- শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

৮৫৫.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা- শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহের সঙ্গে শেরপুর জেলার যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর ও গতিময় হওয়ার পাশাপাশি দূর-দূরান্তের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় স্থান গারো পাহাড়ের পাদদেশে পর্যটন সুবিধার আরো বিকাশ ঘটবে। জুন ২০২২ এ প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি ৬৭.৬৮ শতাংশ।

ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা- শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক

চট্টগ্রাম জোন

চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম সড়ক জোন গঠিত। চট্টগ্রাম, দোহাজারী ও কক্সবাজার সড়ক বিভাগ নিয়ে চট্টগ্রাম সড়ক সার্কেল এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে রাঙ্গামাটি সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৬টি জাতীয় মহাসড়ক, ১১টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৭৭টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনে মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৬৬৬.৩৫ কিলোমিটার, যা নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কি.মি.)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি.মি.)	জেলা মহাসড়ক (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
বান্দরবান	২২.৫৪	৩০.৪৫	৪৯৯.৫৬	৫৫২.৫৫
চট্টগ্রাম	১৪২.৫৭	১৩৭.৯৩	২৮৯.৯৮	৫৭০.৪৮
কক্সবাজার	১৭৩.৮	৪১.১৬	৩৪৮.২৬	৫৬৩.২২
দোহাজারী	৮৪.১১	৭২.৭২	২০৯.৭১	৩৬৬.৫৩
খাগড়াছড়ি		১০৪.৭৩	২৮৪.০৩	৩৮৮.৭৬
রাঙ্গামাটি	৩৬.৪৪	৭০.৩৯	১১৭.৯৮	২২৪.৮১
সর্বমোট	৪৫৯.৪৬	৪৫৭.৩৯	১৭৪৯.৫১	২৬৬৬.৩৫

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

চট্টগ্রাম সড়ক জোনের আওতায় ৫২৮টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৮৪৬৯.৪১ মিটার), ২৭৫ টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ৮৬০৩.৩১ মিটার) ও ১৭৫৪টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৮৬৮০.৪৪ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৩টি টোল সেতু, ১টি টোল সড়ক এবং ১টি ফেরি রয়েছে।

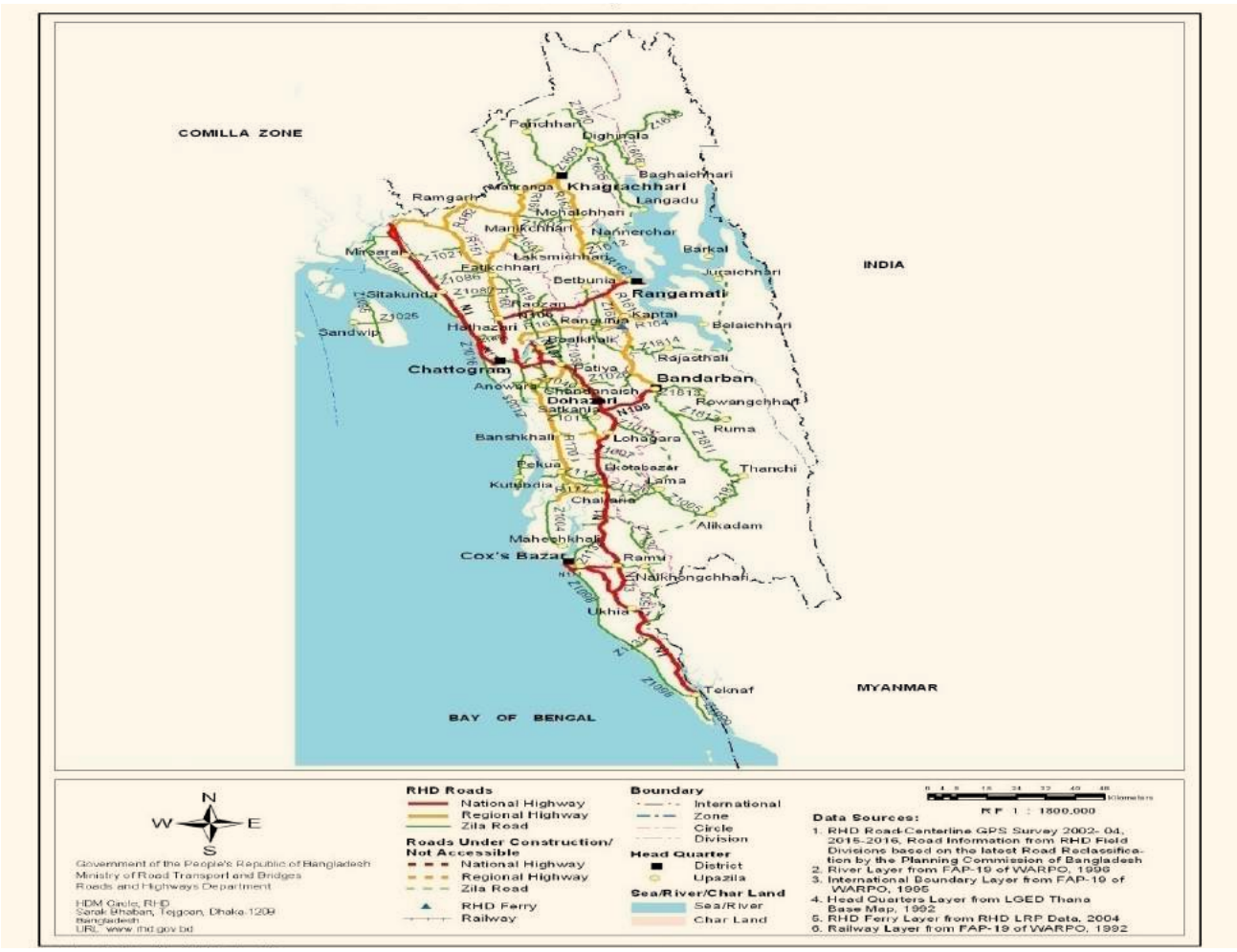

চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম জোনে বাস্তবায়নাধীন ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে ৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১১৬৬.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৬৪.১১ কোটি টাকা (৯৯.৭৭%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপ:

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ সংকীর্ণ কালারপুল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার সেতু নির্মাণ

২৪.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ সংকীর্ণ কালারপুল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার দীর্ঘ সেতুটির নির্মাণ কাজ জুন/২০২২খ্রিঃ এ সমাপ্ত হয়েছে।

নির্মিত কালারপোল সেতু

বড়তাকিয়া (আবুতোরাব) থেকে মিরেরসরাই ইপিজেড সংযোগ সড়ক নির্মাণ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর মিরেরসরাই ইকোনোমিক জোনের সহিত উন্নত সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এ সংযোগ সড়কটি জাতীয় মহাসড়ক-১ এর ১৮৪তম কিলোমিটার থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২১টি কালভার্টসহ ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় ১০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করা হয়। সড়কটি ভবিষ্যতে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ১৯৮.৩৬ কোটি ব্যয়ে ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২২ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

বড়তাকিয়া (আবুতোরাব) থেকে মিরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক (এন-১১৬)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

এ প্রকল্পের আওতায় ৪৬৪.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের বারৈয়ারহাট- হেঁয়াকো-নারায়নহাট-ফটিকছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে (আর-১৫১) ২৬.৬৪ কিলোমিটার এবং দোহাজারী সড়ক বিভাগের আওতায় পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং আঞ্চলিক মহাসড়কে (আর-১৭০) ২১.৯৫ কিলোমিটার সড়ক যথাযথ মানে প্রশস্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-নারায়নহাট-ফটিকছড়ি মহাসড়ক

পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং মহাসড়কের

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

চট্টগ্রাম জোনের ১৩টি জেলা মহাসড়ক (১৭০.২৯৬ কিলোমিটার) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৯৭.০৪ কোটি টাকা ব্যয়সম্বলিত প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	সড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
চট্টগ্রাম	রাউজান (গহিরা)-ফটিকছড়ি মহাসড়ক	২৪.৩৭
	রাঙ্গুনিয়া (কাটাখালী)-রাউজান মহাসড়ক (হাফেজ বজলুর রহমান মহাসড়ক	১৫.৩০
	রাউজান-ব্রাহ্মণছড়ি মহাসড়ক (শহীদ জাফর মহাসড়ক)	১১.৭৪
	সীতাকুন্ড (বারৈয়ারঢালা)-হাজারীখিল-ফটিকছড়ি (হাইদচকিয়া) মহাসড়ক	১.৫৭৪
	সারিকাইত-সন্তোষপুর মহাসড়ক	২১.০০
দোহাজারী	পটিয়া-হাইদগাঁও মহাসড়ক	৫.৫০
	হাসিমপুর রেলষ্টেশন-বাগিচারহাট মহাসড়ক	১০.০০
	পটিয়া- বোয়ালখালী-কানুনগোপাড়া মহাসড়ক	১১.৫০
	মইজারটেক- বোয়ালখালী-কানুনগোপড়া-উদরবন্যা মহাসড়ক	৮.০০
	মইজারটেক-বিএফডিসি মৎস বন্দর ফেরিঘাট মহাসড়ক	৫.১০
কক্সবাজার	ইয়াংচা-মানিকপুর-সান্তিরবাজার মহাসড়ক	১৯.৫০
	খরুসকুল- চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও মহাসড়ক	১২.৪৮
	জনতাবাজার- গোরকঘাটা মহাসড়ক	২৪.২৩

উন্নয়নকৃত ইয়াংচা-মানিকপুর-শান্তিবাজার মহাসড়ক (জেড-১১২৬)

সারিকাইত-সন্তোষপুর মহাসড়ক (জেড-১০৯৫)

পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট সড়কের ৯ম কিঃমিঃ এ কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে ২৯.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট সড়কের ৯ম কিলোমিটারে ৮৯.১৯ মিটার কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

নির্মিত কালীগঞ্জ সেতু

টেকনাফ-শাহপরীরদ্বীপ জেলা মহাসড়ক (জেড-১০৯৯) এর হাড়িয়াখালী হতে শাহপরীরদ্বীপ অংশ পুনঃনির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ

৫৮.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫.১৫ কিলোমিটার সড়ক পুনঃনির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে।

টেকনাফ-শাহপরীরদ্বীপ সড়কের সম্পাদিত কাজ

কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবনী মোড় সড়ক (এন-১১০) চারলেনে উন্নীতকরণ

পর্যটন নগরী কক্সবাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে ২১৭.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজারের লিংক রোড থেকে লাবনী মোড় পর্যন্ত সড়কটিকে চার লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯.৬৪ কিলোমিটার সড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হয়।

লিংক রোড-লাবনী মোড় প্রকল্পের সম্পাদিত কাজ

গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা সড়কের ১১তম কিলোমিটারে চাঁদখালী নদীর উপর বরকল সেতু নির্মাণ

নিরাপদ ও সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে চাঁদখালী নদীর উপর ১১৭.৩১ মিটার দীর্ঘ বরকল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২২ সমাপ্ত হয়েছে।

নির্মিত বরকল সেতু

কক্সবাজার জেলার রামু-ফতেখাঁরকুল-মরিচ্যা জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৯ এবং ১১৩) যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরন

১৮৪.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কক্সবাজার জেলার রামু-ফতেখাঁরকুল-মরিচ্যা জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৯ এবং ১১৩) ১৬.৭২ কিলোমিটার যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

রামু-ফতেখাঁরকুল-মরিচ্যা জাতীয় মহাসড়কের সম্পাদিত কাজ

চলমান প্রকল্প

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়ক এর হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত মহাসড়কাংশ ৪- লেনে উন্নীতকরণ

চট্টগ্রাম জেলার সাথে রাঙ্গামাটি জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের অক্সিজেন মোড় হতে হাটহাজারী পর্যন্ত ৪- লেনে উন্নীতকরণের ধারাবাহিকতায় মহাসড়কটির হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত ১৮.৩০ কিলোমিটার অংশ ৪- লেনে উন্নয়নের জন্য ৫২৮.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় ২- লেনের আটটি এবং ৪- লেনের দুইটি সেতু নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৬৬.৩৪ শতাংশ।

চলমান হালদা সেতুর নির্মাণ কাজের স্থির চিত্র

রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ

২৪৯.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের জন্য প্রকল্পের কাজ চলমান। এটি বাস্তবায়িত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও সহজতর হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৯.১৪ শতাংশ।

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কে (এন-১০৬) নির্মিত রিটেইনিং ওয়াল

রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-বান্দরবান আঞ্চলিক মহাসড়কে (আর-১৬১) নির্মিত রিটেইনিং ওয়াল

কক্সবাজার জেলার একতাবাজার হতে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন

৩৬১.২২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার জেলার একতা বাজার-পহরচাঁদা-মগনামা ঘাটা-বানৌজা শেখ হাসিনা মহাসড়ক উন্নয়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫৪.৮১ শতাংশ।

একতাবাজার হতে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাটি জেলা মহাসড়ক (জেড-১১২৫) যথাযথমান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজ

আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ কর্ণফুলী টানেল সংযোগ সড়ককে ৪- লেনে উন্নীতকরণ

শিকলবাহা-আনোয়ারা সড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ কর্ণফুলী টানেল সংযোগ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ১১.৫০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের নিমিত্ত ৪০৭.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৩.১৬ শতাংশ।

কর্ণফুলী টানেল সংযোগ সড়কের চলমান কাজ

কুমিল্লা জোন

কুমিল্লা ও নোয়াখালী সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে কুমিল্লা সড়ক জোন গঠিত। কুমিল্লা,চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগ নিয়ে কুমিল্লা সড়ক সার্কেল এবং নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগ নিয়ে নোয়াখালী সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ১২টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৩টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০১টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৬১৬.৫৪ কিলোমিটার। কুমিল্লা জোনের আওতাধীন বিভাগসমূহের সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কি.মি.)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি.মি.)	জেলা মহাসড়ক (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯৯.৬৪	৮৩.০৫	১০৭.১৩	২৮৯.৮২
চাঁদপুর	-	৭১.৬৬	২৯০.৬৬	৩৬২.৩২
কুমিল্লা	১৯৮.৮১	৬৭.৪৪	৬০৪.৬৯	৮৭০.৯৪
ফেনী	৪৯.২৪	৬.৫৬	২৩৯.৭০	২৯৫.৪৯
লক্ষ্মীপুর	১০.০৩	৫৬.২৬	১৯০.২১	২৫৬.৫১
নোয়াখালী	৩০.৪৩	৮৩.০৫	৪২৭.৯৮	৫৪১.৪৬
সর্বমোট	৩৮৮.১৫	৩৬৮.০২	১৮৬০.৩৭	২৬১৬.৫৪

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

কুমিল্লা সড়ক জোনের আওতায় ৩০৫টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৩২৭৯.৩৮১ মিটার), ৪৫টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ১৯৮১.৬৪ মিটার) ও ১৭৫৯ টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ১১০১৬.৩৭ মিটার)রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে।

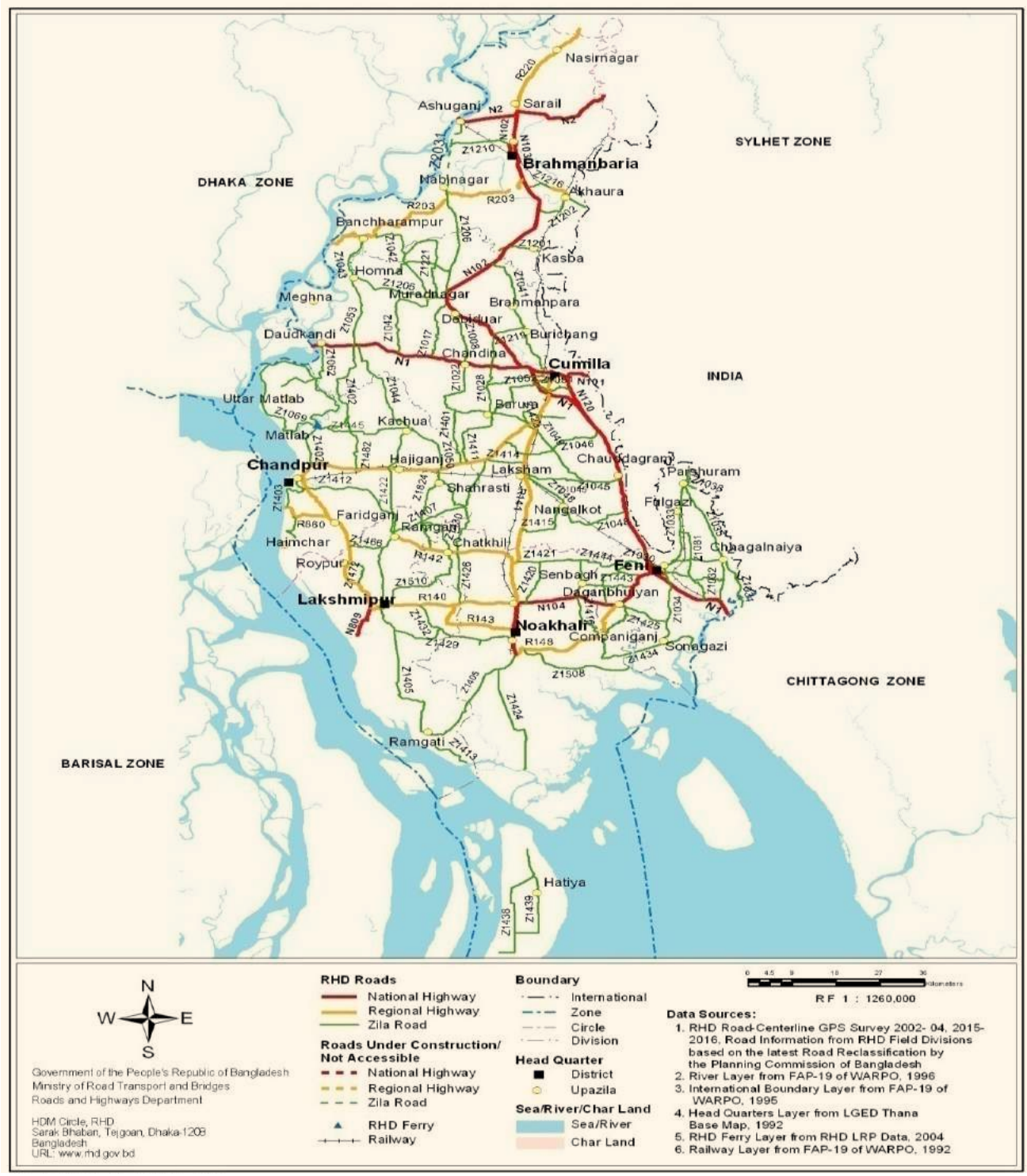

কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জোনে ২৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল, যার মধ্যে ৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় বরাদ্দকৃত ২৫৮২.৯৭ কোটি টাকার শতভাগ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপ:

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

বরুড়া উপজেলার সহিত সংযুক্ত চাঁপাপুর-বরুড়া নিমসার-বরুড়া এবং খাজুরিয়া-বরুড়া জেলা মহাসড়ক তিনটি যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৬৭.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বরুড়া উপজেলার সহিত সংযুক্ত চাঁপাপুর-বরুড়া নিমসার-বরুড়া এবং খাজুরিয়া-বরুড়া জেলা মহাসড়ক তিনটি যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীত করণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়কৃত মহাসড়ক

সোনাইমুড়ী- সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

২০৫.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪১.৪৬৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সোনাইমুড়ী উপজেলা হতে বসুরহাট পৌরসভা পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সময় সাশ্রয়ী ও উন্নততর হয়েছে।

সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট মহাসড়ক

সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

নোয়াখালীর কেন্দ্রস্থল সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট হয়ে দ্বীপ এলাকা হাতিয়া, ভাসানচর, স্বর্ণদ্বীপে যাওয়ার জন্য দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণ ও সহজতর করার নিমিত্ত ১৭৯.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০.৪৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট মহাসড়ক

লাকসাম (বিনয়ঘর)-বাইয়ারা বাজার -ওমরগঞ্জ- লাঙ্গলকোট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে লাকসাম (বিনয়ঘর)-বাইয়ারা বাজার ওমরগঞ্জ-লাঙ্গলকোট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন, সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ ও কালভার্ট পুন:নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

৩৯.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন, সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ ও কালভার্ট পুন:নির্মাণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

নোয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পুরাতন, সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ ও কালভার্ট পুন:নির্মাণ

ফেনী (মাস্টারপাড়া)-আলোকদিয়া-ভালুকিয়া-লস্করহাট-ছাগলনাইয়া (শান্তিরহাট) জেলা মহাসড়কটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৫৫.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেনী (মাস্টারপাড়া)-আলোকদিয়া-ভালুকিয়া-লস্করহাট-ছাগলনাইয়া (শান্তিরহাট) জেলা মহাসড়কটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ফেনী (মাস্টারপাড়া)-আলোকদিয়া-ভালুকিয়া-লস্করহাট-ছাগলনাইয়া (শান্তিরহাট) জেলা মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প:

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)

কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মোট ২৮২.৯৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৫৭.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৮.৩০ শতাংশ। প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য(কিলোমিটার)
কুমিল্লা	ঝলম-চান্দিনা মহাসড়ক (জেড-১০২২)	১৩.৬০
	পিপুলিয়া- লোলবাড়ীয়া-রতনপুর-চন্ডীমুড়া-মগবাড়ী মহাসড়ক (জেড-১০২৩)	১৩.৯০
	নবীপুর-শ্রীকাইল-সল্লা-রামচন্দ্রপুর মহাসড়ক (জেড-১২২১)	২৮.০০
	নিমসার-কংসনগর-বুড়িচং মহাসড়ক (জেড -১২১৯)	৮.৫০
	কুমিল্লা-ক্যান্টনমেন্ট-বরুড়া মহাসড়ক (জেড -১০২৯)	১০.৯০
	লালমাই-বরুড়া-ঝলম-আড্ডা-জগৎপুর মহাসড়ক (জেড -১৪০১) (আড্ডা-জগৎপুর অংশ)	১০.৩৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-লালপুরমহাসড়ক (জেড-১২১০)	১৩.৬৫
	ধরখার-আখাউড়া মহাসড়ক (জেড-১২০২)	৮.০০
	বাঞ্ছারামপুর- হোমনা মহাসড়ক (জেড-১০৪৩)	৭.০২
চাঁদপুর	মুদাফফরগঞ্জ-চিতৌশী-রামগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪০৭)	৮.০০
	চাটখিল-চিতৌশী-শাহরাস্তি মহাসড়ক (জেড-১৪৩০)	১৩৬.০০
	মতলব- মেঘনা-ধনাগদা- বেড়ীবাঁধ মহাসড়ক (জেড-১৪৬৯)	২৬.০০
নোয়াখালী	সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর- কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪৩৪)	২.০৩
	মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদেরহাট-দাসেরহাট-নতুনতেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪২৯) (শহীদ মাজহারুল মুনির মহাসড়ক)	১৫.০০
	চৌমুহনী-ছাতেরপায়া মহাসড়ক (জেড-১৪২০)	১১.৬৩
	চাটখিল-চন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪২৬)	৯.৩০
ফেনী	ফেনী সদর (এলাহীগঞ্জ)-রাজাপুর- কোরাইশমুন্সী-দাগনভূঁইয়া (তুলাতোলি) মহাসড়ক (জেড-১০৩০)	২২.৭০
	সোনাপুর-কবিরহাট- কোম্পানীগঞ্জ (বসুরহাট)-দাগনভূঁইয়া মহাসড়ক (জেড-১০৪১) (ফেনীঅংশ)	৫.০০
	বকতারমুন্সী-কাজীরহাট-দাগনভূঁইয়া মহাসড়ক (জেড-১৪২৫)	১৪.৫০
	ফেনী (সিলোনিয়া)-আমুভূঁইয়ারহাট-প্রতাপপুর- সেনবাগ- সোনাইমুড়ীমহাসড়ক (জেড-১৪৪৩)	১২.৮৮
লক্ষ্মীপুর	মান্দারী-দাসেরহাট মহাসড়ক (জেড-১৪৩২)	৯.০০
	চাটখিল-চন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪২৬)	৫.০০
	মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদেরহাট-দাসেরহাট-নতুনতেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪৩২) (শহীদ মাজহারুল মুনির মহাসড়ক)।	১৫.০০

বাঞ্ছারামপুর- হোমনা সড়ক (জেড-১০৪৩)

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৪) ২- লেন অংশ (মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ববাজার পর্যন্ত) ৪- লেনে উন্নীতকরণ

৭৪৭.০৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেনীর মহিপাল থেকে নোয়াখালীর সেবারহাট পূর্ববাজার পর্যন্ত ফেনী অংশের ১৭ কিলোমিটার এবং সেবারহাট থেকে নোয়াখালীর চৌমুহনী পূর্ববাজার পর্যন্ত নোয়াখালী অংশের ১২.৯৯ কিলোমিটার সড়ক ২- লেন থেকে ৪- লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭০.৬১ শতাংশ।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৪)

মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ (আর-১৪৩) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প

২৮৮.০৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নোয়াখালী জেলার মাইজদী হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ পর্যন্ত ২০.২০ কিলোমিটার মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৮.১১ শতাংশ।

মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ (আর-১৪৩) আঞ্চলিক মহাসড়কের নোয়াখালী অংশের চলমান কাজ

৪- লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক (এন-১) (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশ) এর ৪ (চার) বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ

দেশের অর্থনৈতিক লাইফলাইন হিসেবে খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে যান চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ৭৯৩.১৪ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মহাসড়কটির দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশে ৪ (চার) বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ২৫.৩৪ শতাংশ।

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশে চলমান কাজ

দাউদকান্দি- গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উওর (ছেঙ্গারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

জাতীয় মহাসড়কের দাউদকান্দি থেকে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলা পর্যন্ত ২১ কিলোমিটার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নত করার নিমিত্ত ৫২৪.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৫৬ শতাংশ।

দাউদকান্দি-গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিলা)-মতলব উওর (ছেঙ্গারচর) জেলা মহাসড়কে চলমান কাজ

মতলব- মেঘনা-ধনাগোদা- বেড়ীবাঁধ (জেড-১০৬৯) সড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

১২১.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৫৭.৪২ শতাংশ।

মতলব- মেঘনা-ধনাগোদা- বেড়ীবাঁধ (জেড-১০৬৯) সড়ক উন্নয়নের চলমান কাজ

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ০৩টি আন্ডারপাস এবং পদুয়ারবাজার ইন্টার সেকশনে ইউলুপ নির্মাণ

৫৬৮.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৫.০০ শতাংশ। ২টি আন্ডারপাস নির্মাণের লক্ষ্যে মোট ৭২.৫১ কোটি টাকা (৩৭.৭৪ কোটি টাকা এবং ৩৪.৭৭ কোটি টাকা) ব্যয়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ জোন

গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ সড়ক জোন গঠিত। গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল এবং ফরিদপুর ও রাজবাড়ী সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে ফরিদপুর সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ৮টি জাতীয় মহাসড়ক, ১০টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩৭টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ১১৪৬.৫৭ কিলোমিটার। গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারী সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কি.মি.)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি.মি.)	জেলা মহাসড়ক (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
ফরিদপুর	৯০.৬০		২৪০.০৯	৩৩০.৭০
গোপালগঞ্জ	৬৬.৮৮	৭৪.৮৮	১৫৮.৩৪	৩০০.১০
মাদারীপুর	৮৬.৬৬	৫০.৩৯	৭৯.৬৯	২১৬.৭৪
রাজবাড়ী	১৯.৬৫	৫৪.৮১	৮২.১৯	১৫৬.৬৫
শরীয়তপুর	-	৭৫.৯৪	৬৬.৪৫	১৪২.৩৯
সর্বমোট	২৬৩.৭৯	২৫৬.০২	৬২৬.৭৬	১১৪৬.৫৭

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

গোপালগঞ্জ সড়ক জোনের আওতায় ১০৮ টি কংক্রিট সেতু (৫৯৩৪.১৬ মিটার), ২১ টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ১৪৯১.২৬ মিটার) ও ৬৬৬ টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৩৯৯৬.০০ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে।

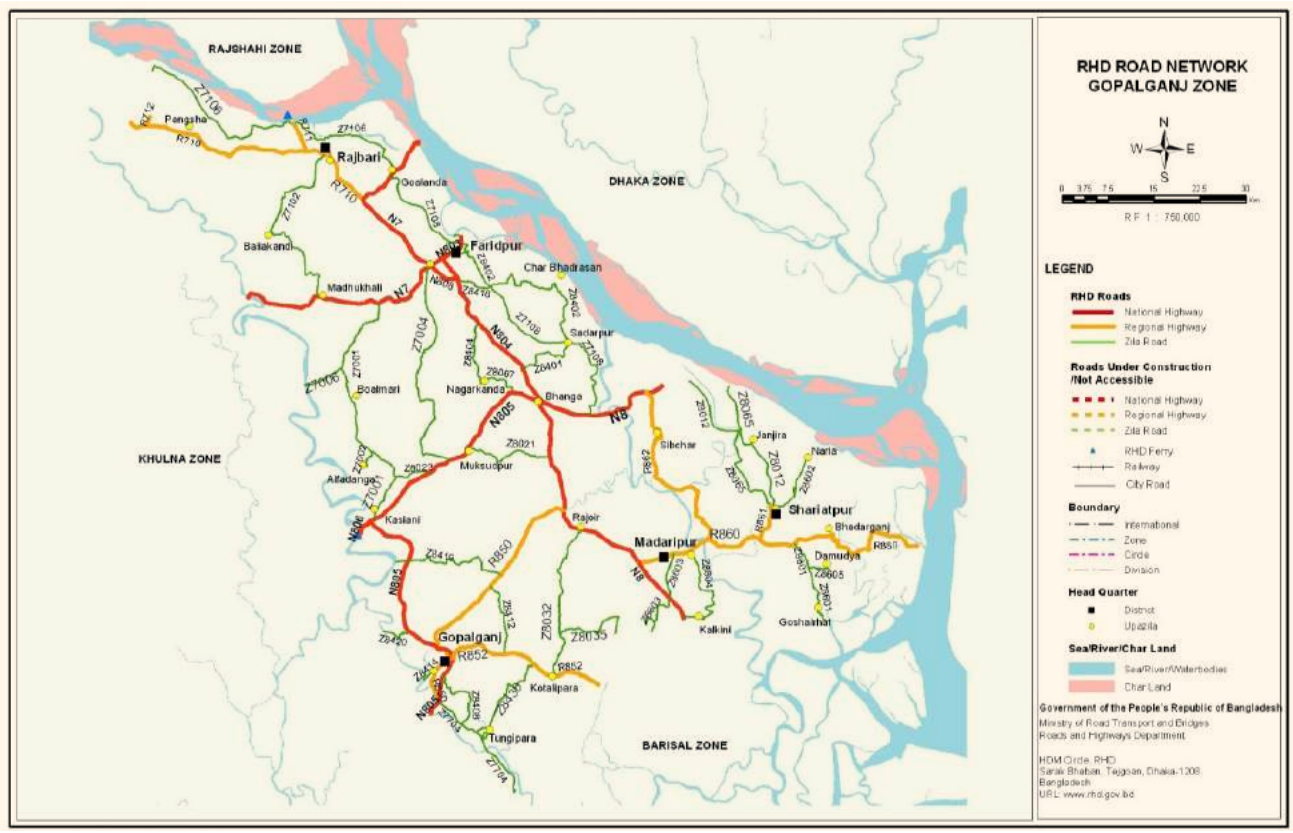

গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় গোপালগঞ্জ জোনে বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৮৭৭.৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৬২.৮৩ কোটি টাকা (৯৮.৩১%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত গোপালগঞ্জ জোনে ৩৯৩.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৫১.৬৯কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
রাজবাড়ী	আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক (আর-৭১০)	৪৫.১৯০
	রাজবাড়ী (বাগমারা)- জৌকুরা ফেরিঘাট মহাসড়ক (আর-৭১১)	৬.৫০০

আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক (আর-৭১০)

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (গোপালগঞ্জ জোন)

গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন মোট ১৪২.৭৫৯ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫০২.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়ক সমূহ হলো :

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
গোপালগঞ্জ	সাতপাড়-রামদিয়া-ফুকরা মহাসড়ক (রামদিয়া-ফুকড়া অংশ)	৮.৪০০
	গেড়াখোলা-কাশিয়ানী (ব্যাসপুর) মহাসড়ক (জেড-৮০২৩)	৬.৬০০
	বিজয়পাশা-তালারহাট- জয়নগরঘাট মহাসড়ক (জেড-৮৪২০)	৬.৪২০
মাদারিপুর	মাদারীপুর (কালকিনি)-ভূরঘাটা মহাসড়ক (জেড-৮৬০৪)	১৮.৫৮৫
	ভাংগা ব্রীজ-আইসার-দামুসা-পীরেরবাড়ী মহাসড়ক	১২.৭৮০
	মাদারীপুর (ইটেরপুল)-পাথরিয়ারপাড়-খোসেরহাট-ডাসার-আগৈলঝাড়া মহাসড়ক (জেড-৮৬০৩)	১৬.৪১৬
ফরিদপুর	পুকুরিয়া (ভাংগা)-সদরপুর মহাসড়ক (জেড-৮৪০১)	১৩.৪৫৪
	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল মহাসড়ক (জেড-৭১০৮)	৬.০০০
	ফরিদপুর-চরভদ্রাসন-সদরপুরসড়ক	২.৩৪৯
	বোয়ালমারী (সাতেইর)-মোহাম্মাদপুর মহাসড়ক (জেড-৭০০৬)	৬.৫০০
	রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী মহাসড়ক (জেড -৭১০২)	৯.৫০০
শরীয়তপুর	শরীয়তপুর-নড়ীয়া মহাসড়ক (জেড -৮৬০২)	১২.২৫৫
	কনেশ্বর-ডামুড্যা মহাসড়ক (জেড -৮৬০৫)	৩.৮০০
রাজবাড়ী	রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী মহাসড়ক (জেড -৭১০২)	১.০০০
	গোয়ালন্দ (জামতলা)- গোদারবাজার পাংশা হাবাসপুর মহাসড়ক (জেড-৭১০৬)	১২.৬০০
	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল মহাসড়ক (রাজবাড়ী অংশ) (জেড-৭১০৮)	৬.১০০

বোয়ালমারি (সাতৈর)- মোহাম্মদপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৭০০৬)

চলমান প্রকল্প:

শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত সড়ক (আর-৮৬০) উন্নয়ন

৮৫৯.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.১০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ শরীয়তপুর (মনোহরবাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সমূহের সাথে চাঁদপুরসহ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৪৪.২১ শতাংশ।

সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)- বোয়ালমারী- গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন

৪.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা-কাশিয়ানী জেলা মহাসড়ককে ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং ৪৩.১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)- বোয়ালমারী- গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) জেলামহাসড়ককে ৫.৫০ মিটার হতে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ২৩৯.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় সাতৈর নামক স্থানে ৪৩৪ মিটার দীর্ঘ একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮২.২৮ শতাংশ।

শরীয়তপুর (মনোহরবাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরিঘাট পর্যন্ত সড়ক (আর-৮৬০) উন্নয়ন

সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)- বোয়ালমারী- গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক

টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)- মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৬১২.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৪.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)- মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ মহাসড়কটির উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হলে গোপালগঞ্জ জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী মাদারীপুর, বাগেরহাট জেলার সময় সাশ্রয়ী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে।

টেকেরহাট- গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)- মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বরিশাল জোন

বরিশাল ও পটুয়াখালী সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে বরিশাল সড়ক জোন গঠিত। বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও ভোলা সড়ক বিভাগ নিয়ে বরিশাল সড়ক সার্কেল এবং পটুয়াখালী ও বরগুনা সড়ক বিভাগ নিয়ে পটুয়াখালী সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ৬১টি জেলা মহাসড়ক, ৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ১৬০৩.৯৪ কিলোমিটার। বরিশাল জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারী সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কি.মি.)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি.মি.)	জেলা মহাসড়ক (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
বরগুনা	-	২৬.৫৩	১৪৬.১৬	১৭২.৬৯
বরিশাল	৯০.৭৮	২০.৩১	২৪২.১৮	৩৫৩.২৭
ভোলা	১৬.৪৭	১০৯.৪০	১৫৫.০৯	২৮০.৯৬
ঝালকাঠী	৭.৩২	৩৮.৮১	২০৫.৩৫	২৫১.৪৮
পটুয়াখালী	১৩.৩৭	৬৯.৮৫	১৭৩.৯৬	২৫৭.১৮
পিরোজপুর	-	২৫.১৯	২৬৩.১৮	২৮৮.৩৭
সর্বমোট	১২৭.৯৪২৯০.০৯	১১৮৫.৯১	১৬০৩.৯৪	

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

বরিশাল সড়ক জোনের আওতায় ১৫৯ টি কংক্রিট সেতু (১৪৫৪৬.৫৯৪ মিটার), ১৩১ টি বেইলী সেতু (৪০৫৩.৪১ মিটার), ১২৫৩ টি কালভার্ট (৫২০২.৫০ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ১২ টি টোল সেতু রয়েছে।

বরিশাল জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরিশাল জোনে বাস্তবায়নাধীন ৮টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১৬৯.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৫৯.৯০ কোটি টাকা (৯৯.২১%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প:

রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঝালকাঠি অংশ)

যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে ১২৭.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (জেড-৮৭০৮) (ঝালকাঠি অংশ) উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা সড়ক (জেড-৮৭০৮)

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন)

বরিশাল জোনের আওতাধীন মোট ২৪০.৪৭ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৯০.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বরিশাল	বানারীপাড়া (ডান্ডুয়াট)-নাজিরপুর মহাসড়ক (বরিশাল অংশ) (জেড-৭৭১০)	১৭.২৭০
	রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মূলাদী-হিজলা মহাসড়ক (জেড -৮০৩৪)	৯.৫৫২
	হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ-বরিশাল মহাসড়ক (জেড -৮০৪৩)	৯.৯৭০
	বরিশাল (দিনারেলপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকী মহাসড়ক (জেড-৮০৪৪)	৯.৭০০
	চাখার-বানারীপাড়া মহাসড়ক (জেড -৮০৪৮)	২.৯৯০
	আগৈলঝাড়া বাইপাস মহাসড়ক (শহরাংশ) (জেড -৮০৪৯)	৩.২০০
	মাদারীপুর (ইটেরপুল)-পাথারিয়ারপাড়-ঘোষেরহাট-দাসার-আগৈলঝাড়া মহাসড়ক (জেড -৮৬০৩)	১২.৫৬৯
ভোলা	গুইঙ্গারহাট-চরপাতার-দলিলখার হাট হেলিপ্যাড- দৌলতখান-বাজার মহাসড়ক (জেড -৮৯১৬)	১১.৫৬১
	বাগমারা-বাংলাবাজার- দৌলতখান মহাসড়ক (জেড -৮৯১৫)	৭.৩১০
	ফকিরহাট-কাশেরহাট মহাসড়ক (জেড -৮৯৪৮)	৬.২৮০
	তজুমুদ্দিন-খানজাহার হাট মহাসড়ক (জেড -৮৯৪৩)	৮.৭৫০
বরগুনা	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (বরগুনা অংশ) (জেড -৮৭০৮)	৪৫.২০০
ঝালকাঠি	দপদপিয়া-নলছিটি- মোল্লারহাট (মহেশপুর) মহাসড়ক (জেড -৮০৫৬)	৭.৯১০
	নলছিটি-পীর মোয়াজ্জেম হোসেন মহাসড়ক (জেড -৮০৫৮)	১৬.১৫৮
	রাজাপুর-নৈকাঠি- বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়ক (ঝালকাঠি অংশ)	৮.৯৭৩
	সেন্টারহাট-বটতলা-পৈকখালী মহাসড়ক (জেড -৮৭০৬)	৫.৯০৩
পটুয়াখালী	বরিশাল (দিনারেলপুল)-লক্ষীপাশা-ধুমকী মহাসড়ক (পটুয়াখালী অংশ) (জেড -৮০৪৪)	৩.৭৮০
	গলাচিপা-হরিদেবপুর-বাদুড়া-শাখারিয়া (জেড -৮৮০৪)	১৬.৩১০
পিরোজপুর	বরিশাল-কাপুর-নাবাগ্রাম-সরুপকাঠি মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ) (জেড -৮০৩৭)	৬.৮৩৫
	ঝালকাঠি-কীর্তিপাশা-মোক্তারহাট-সরুপকাঠি মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ) (জেড -৮৭১৬)	৪.৬০৫
	গড়িয়ারপার-বানারীপাড়া-স্বর্ণিণা-স্বরুপকাঠি-কাউখালী-নৈকাঠি (৮০৩৩) (পিরোজপুর অংশ) পিরোজপুর (হুলারহাট)-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি (জেড -৭৭০৭) নাজিরপুর-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি (জেড -৭৭০৬) নাজিরপুর-কচুয়া (জেড -৭৭১৬)	২৫.৬৪১

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (বরিশাল জোন) প্রকল্প

চলমান প্রকল্প:

বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে রাঙ্গামাটি নদীর উপরে গোমা সেতু নির্মাণ

৫৭.৬২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটারে রাঙ্গামাটি নদীর উপরে গোমা সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৯.৭৫ শতাংশ।

বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী সড়কের ১৪তম কিলোমিটারে রাঙ্গামাটি নদীর উপর গোমা সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বরিশাল হতে পটুয়াখালী জেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৩১৯.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭৩.১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৪.০৫ শতাংশ।

বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক (জেড-৮৯১০) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প।

বরিশাল- ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৮০৯) বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরিঘাট) হয়ে লক্ষীপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

চট্টগ্রাম থেকে বরিশালের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৩১২.৪৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বরিশাল- ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরিঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত ৪০.০৭৪ কিলোমিটার মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭০.৪৯ শতাংশ।

বরিশাল- ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৮০৯) বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরিঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

ভোলা (পরানতালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে ৮৪৯.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৯৪.২০৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভোলা (পরানতালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৭.৪০ শতাংশ।

ভোলা (পরানতালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) মহাসড়ক উন্নয়নে চলমান কাজ

সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু (দোয়ারিকা সেতু) রক্ষার্থে ৩.৭৬৫ কি.মি. নদী তীরে স্থায়ী রক্ষাপ্রদ কাজ।

২৮৩.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু (দোয়ারিকাসেতু) রক্ষার্থে ৩.৭৬৫ কি.মি. নদী তীরে স্থায়ী রক্ষাপ্রদ কাজ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৪০.৫৬ শতাংশ।

সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু (দোয়ারিকা সেতু) রক্ষার্থে ৩.৭৬৫ কিঃমিঃ নদীতীরে স্থায়ী রক্ষাপ্রদ কাজ।

সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু (দোয়ারিকা সেতু) রক্ষার্থে ৩.৭৬৫ কিঃমিঃ নদীতীরে স্থায়ী রক্ষাপ্রদ কাজ।

খুলনা জোন

খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে খুলনা সড়ক জোন গঠিত। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট সড়ক বিভাগ নিয়ে খুলনা সড়ক সার্কেল, যশোর, নড়াইল ও মাগুরা সড়ক বিভাগ নিয়ে যশোর সড়ক সার্কেল এবং কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগ নিয়ে কুষ্টিয়া সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৫টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৮৩টি জেলা মহাসড়ক যার দৈর্ঘ্য ২৮৬০.১৪ কিলোমিটার। খুলনা জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারী সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কি.মি.)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি.মি.)	জেলা মহাসড়ক (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
বাগেরহাট	৬১.১২	১১৪.৪১	২৬৪.৭৬	৪৪০.২৯
চুয়াডাঙ্গা	-	১১৮.৭১	২৪.০৮	১৪২.৭৯
যশোর	১৪৬.৫০	৫৪.৩৭	১৩৭.৬৯	৩৩৮.৫৬
ঝিনাইদহ	৭৪.৯৯	৪৮.৮৪	২৭১.৮১	৩৯৫.৬৪
খুলনা	৬১.০৪	৪২.৩৮	৩০৯.৭৬	৪১৩.১৮
কুষ্টিয়া	৪৮.৬৫	৭৩.৮২	১৪৬.৩৬	২৬৮.৮২
মাগুরা	৪৬.২৭	৫৬.৩৪	১২৯.১০	২৩১.৭১
মেহেরপুর	-	৬৬.৫৭	৯২.৩২	১৫৮.৮৯
নড়াইল	৩০.৯৮	১৬.০৮	১৪১.৫৪	১৮৮.৬
সাতক্ষীরা	৯.২৩	৫১.৯৬	২২০.৪৭	২৮১.৬৫
সর্বমোট	৪৭৮.৭৭	৬৪৩.৪৮	১৭৩৭.৮৯	২৮৬০.১৪

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

খুলনা সড়ক জোনের আওতায় ৪৮৩ টি কংক্রিট সেতু (১৭১৬২.০৯ মিটার), ০৩টি বেইলি সেতু (১৪২ মিটার), ১০৭৮টি কালভার্ট (৪১৯৮ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৭টি টোল সেতু রয়েছে।

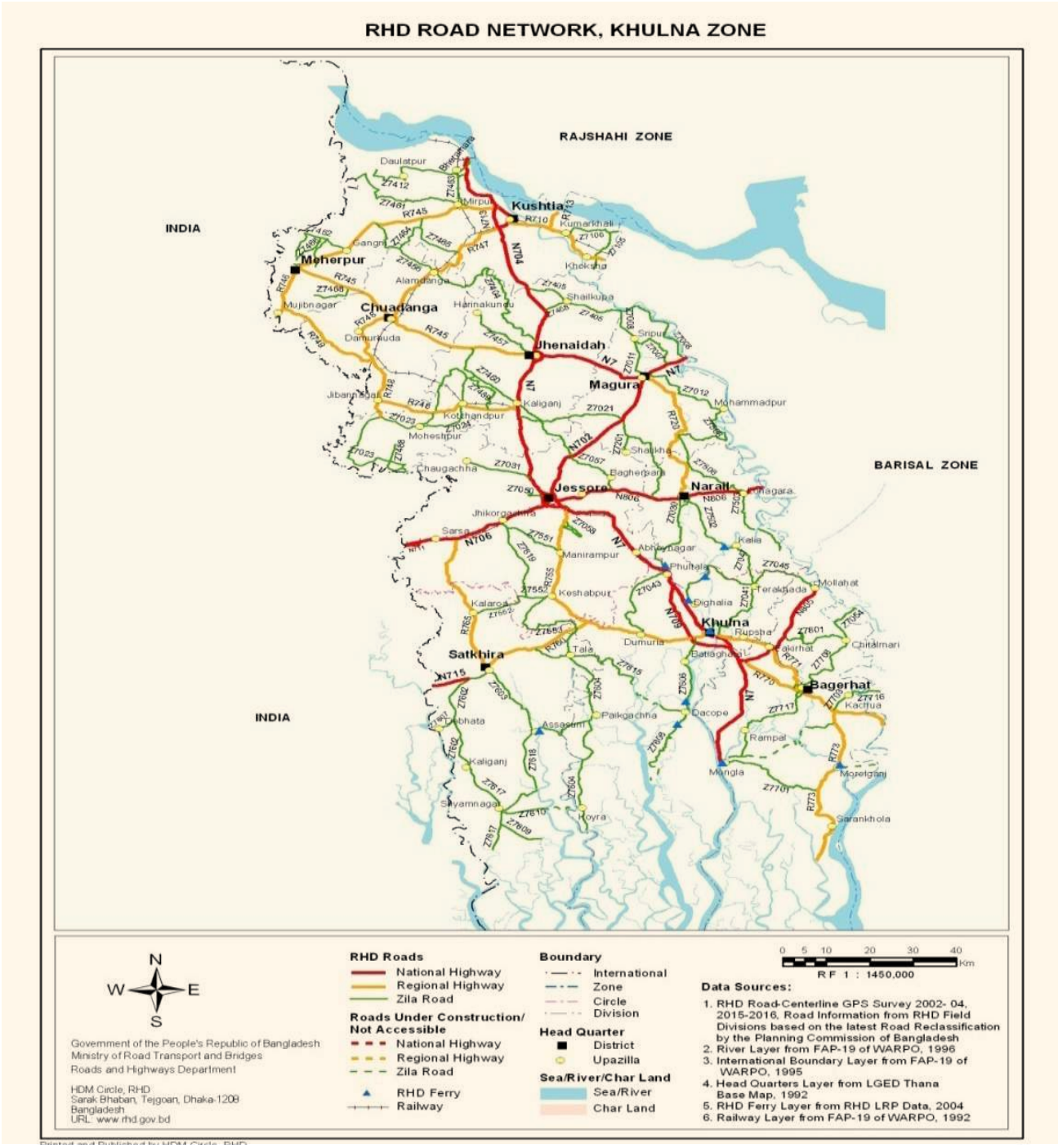

খুলনা জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়াক

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ময়মনসিংহ জোনে বাস্তবায়নাধীন ১৯টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১২১৮.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২১২.৯৭ কোটি (৯৯.৫২%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

জাতীয় মহাসড়ক এন-৭ এর মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প

মাগুরা শহরের যানজট নিরসনসহ মাগুরা থেকে আবালপুরের যোগাযোগ সহজতর করতে ১০৪.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় মহাসড়ক এন-৭ এর মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাগুরা শহরের ৪.০০ কিলোমিটার অংশ ৪ লেনে এবং ৬.১৫ কিলোমিটার বিদ্যমান সড়ক প্রশস্তকরণ করা হয়েছে।

দৌলতদিয়া- ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা (দিগরাজ) (এন-৭) জাতীয় মহাসড়ক এর ৮১তম কিলোমিটারে ৪-লেন সড়ক

উন্নয়নকৃত দৌলতদিয়া- ফরিদপুর(গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা (দিগরাজ) (এন-৭)জাতীয় মহাসড়ক

নড়াইল-ফুলতলা জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

যানজট নিরসনে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে ১১৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নড়াইল-ফুলতলা জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত নড়াইল-ফুলতলা জেলা মহাসড়ক

বাগেরহাট জেলার কচুয়া (পিংগুরিয়া) হতে হেরমা লঞ্চঘাট পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

যানজট নিরসনে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে ৪৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাগেরহাট জেলার কচুয়া (পিংগুরিয়া হতে হেরমা লঞ্চঘাট পর্যন্ত জেলামহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৫টি কালভার্ট ও ৮.০০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে।

সমাপ্তকৃত মহাসড়ক (চেইনেজ ৭+৩০০ কিলোমিটার)

চলমান প্রকল্প

মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়ক বাঁক সরলীকরণসহ সম্প্রসারণ

২৪৬.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়ক বাঁক সরলীকরণসহ সম্প্রসারণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮১.০৬ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন বাইপাস সড়কের ২য় কিলোমিটারে অবস্থিত পিসি গার্ডার সেতু

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (খুলনা জোন)

খুলনা জোনের আওতাধীন ১০টি সড়ক বিভাগের মোট ৩২০.৫৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭৫৬.৮০কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৭.১০ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
খুলনা	দাকোপ-বড়বাড়ীয়া-মাগুরখালী-তালা মহাসড়ক (জেড-৭৬১৫)	৯.২০০
	কয়রা-নোয়াবেকী-শ্যামনগর মহাসড়ক (জেড-৭৬১০)	৭.০০০
	তেরখাদা-বর্ণাল-কালিয়া মহাসড়ক (জেড-৭০৪৭)	৫.৩৬০
	কেশবপুর-বেতগ্রাম মহাসড়ক (জেড-৭৫৫৩)	৫.০০০
বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ (কেয়ারবাজার)-মংলা মহাসড়ক (জেড-৭৭০১)	১৪.৯২০
	বাগেরহাট (সাইনবোর্ড)-কচুয়া মহাসড়ক (জেড-৭৭০৩)	৭.০৫০
	মোড়েলগঞ্জফেরীঘাট-জিয়ানগর মহাসড়ক (জেড-৭৭০৫)	১১.১৩০
সাতক্ষীরা	আশাশুনি-শ্যামনগর মহাসড়ক (জেড-৭৬১৮)	১৪.৬০০
	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা-পাইকগাছা (জেড-৭৬০৩)	২৩.৪৯১
	বংশীপুর-মুন্সীগঞ্জ (জেড-৭৬০৯)	১০.৬১০
যশোর	কালিগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া মহাসড়ক (জেড-৭০৫৭)	১৯.২৭২
	কেশবপুর-বেতগ্রাম মহাসড়ক (জেড-৭৫৫৩)	১০.৩৭২
মাগুরা	লোহাগড়া-ন´হাটা-কালিশংকরপুর-মোহাম্মদপুর (জেড-৭৫০৬)	৭.৩৩০
	মাগুরা-মোহাম্মদপুর মহাসড়ক (জেড-৭০১২)	২৪.৯১৪

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া মহাসড়ক (জেড-৭০৫৭)	১৪.০০৯
	চাঁদপুরা-টালিনা-জালালপুর-তালসার বাজার (জেড-৭৪৮৯)	৯.৯৬৪
কুষ্টিয়া	সদরপুর-ঝুটিয়াডাঙ্গা-আসাননগর-হাটবোয়ালিয়া মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৪)	৭.৬৫০
	দৌলতপুর-দৌলতখালী-মোহাম্মদপুর হাইস্কুল মহাসড়ক (জেড-৭৪১২)	১২.৩০০
	সদরপুর বাজার-হালসা রেল বাজার মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৫)	১৫.৭০০
চুয়াডাঙ্গা	আমতলী-তৈলটুপি-আলমডাঙ্গা মহাসড়ক (জেড-৭৪০৪)	৯.০৯০
	বামুন্দি-হাটবোয়ালিয়া-আলমডাঙ্গা মহাসড়ক (জেড-৭৪৫৬)	১৩.০২৫
মেহেরপুর	বামুন্দি-হাটবোয়ালিয়া-আলমডাঙ্গা মহাসড়ক (জেড-৭৪৫৬)	১১.০২০
	চাঁদপুর-দরগাতলা-জাদুখালি-যাত্রাপুর মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৮)	১১.৬৬৫
	মেহেরপুর- উত্তরশালিখা-কালিগাংনী মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৬)	১০.১৬০
নড়াইল	নড়াইল-কালিয়া মহাসড়ক (জেড-৭৫০২)	২৩.৬০০
	লোহাগড়া-নহাটা-কালিশংকরপুর-মোহাম্মদপুর (জেড-৭৫০৬)	১২.১৫০

আমতলি-তৈলটুপি-আলমডাঙ্গা (জেড-৭০৫৭) জেলা মহাসড়ক (চুয়াডাঙ্গা)

মাগুরা-নড়াইল (আর-৭২০) আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মাগুড়া-নড়াইল (আর-৭২০) আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭২৩.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১৪.৩৭ শতাংশ।

মাগুরা-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৭২০)এর ১৩তম কিলোমিটারে সড়ক প্রশস্তকরণ কাজ

খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন মহাসড়কে বিদ্যমান সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলি সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ

৫২৬.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে খুলনা জোনের আওতাধীন জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু প্রতিস্থাপন এর একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জোনের আওতাধীন ৪৯টি সেতু পুনর্নির্মাণ করা হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১০ শতাংশ।

খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের খুলনা শহরাংশ (৪.০০কিলোমিটার) চার লেনে উন্নীতকরণ

১০০.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের খুলনা শহরাংশ (৪.০০ কিলোমিটার) চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৪৯.৬৫ শতাংশ।

নির্মানাধীন খাজুরা বাজার সেতু-যশোর

নির্মাণাধীন ৪- লেন সড়ক (৩য় কিলোমিটার)

যশোর (রাজারহাট)-মনিরাপুর- কেশবপুর-চুকনগর (আর-৭৫৫) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

৩৬৬.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে যশোর (রাজারহাট)-মনিরাপুর- কেশবপুর-চুকনগর (আর-৭৫৫) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৫.২৮ শতাংশ।

যশোর (রাজারহাট)-মনিরাপুর- কেশবপুর-চুকনগর (আর-৭৫৫) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়নের চলমান কাজ

পালবাড়ী-দড়াটানা-মনিহার-মুড়ালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৭) এর মনিহার হতে মুড়ালীপর্যন্ত ৪- লেনে উন্নীতকরণ

১৩১.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পালবাড়ী-দড়াটানা-মনিহার-মুড়ালী জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৭) এর মনিহার হতে মুড়ালী পর্যন্ত ৮- লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩০.৪৩ শতাংশ।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৪) এর কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪- লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক এর কুষ্টিয়া শহরাংশের ১০কিলোমিটার ৪- লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ ৩৩ কিলোমিটার যথাযথ মানে উন্নীতকরণ এর লক্ষ্যে ৫৭৪.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর ফলে ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়ার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হবে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৫.৯৫ শতাংশ।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের চলমান কাজ

রাজশাহী জোন

রাজশাহী ও পাবনা সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে রাজশাহী সড়ক জোন গঠিত। রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ সড়ক বিভাগ নিয়ে রাজশাহী সড়ক সার্কেল এবং পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর সড়ক বিভাগ নিয়ে পাবনা সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ৭০টি জেলা মহাসড়ক, ১৮টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৫ টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ২৪৬৩.৩৯ কিলোমিটার।

রাজশাহী জোনের আওতাধীন বিভাগসমূহের সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্যঃ

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কি.মি.)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি.মি.)	জেলা মহাসড়ক (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
নওগাঁ		২৬২.৪৪	২১২.৯১	৪৭৫.৩৪
নাটোর	১০৯.৩২	৩৯.৭৬	২০৮.৫১	৩৫৭.৬০
নবাবগঞ্জ	৪২.১৯	২৩.০১	১৬৫.৯২	২৩১.১২
পাবনা	১৫৫.০৪	১৬৮.৯৭	২০৭.০১	৫৩১.০২
রাজশাহী	১০০.২২	৭৫.৯৪	২৫০.৩৫	৪২৬.৫১
সিরাজগঞ্জ	৮৭.১৬	২৩.৪৩	৩৩১.২১	৪৪১.৮
সর্বমোট	৪৯৩.৯৩	৫৯৩.৫৫	১৩৭৫.৯১	২৪৬৩.৩৯

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

রাজশাহী সড়ক জোনের আওতায় ২৬৯টি কংক্রিট সেতু (১৮১৬০.০০ মিটার), ২৪টি বেইলি সেতু (২০৪৮.০০ মিটার) ও ১৫৬৩ টি কালভার্ট (৮৭২১.৪০ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৫টি টোল সেতু রয়েছে।

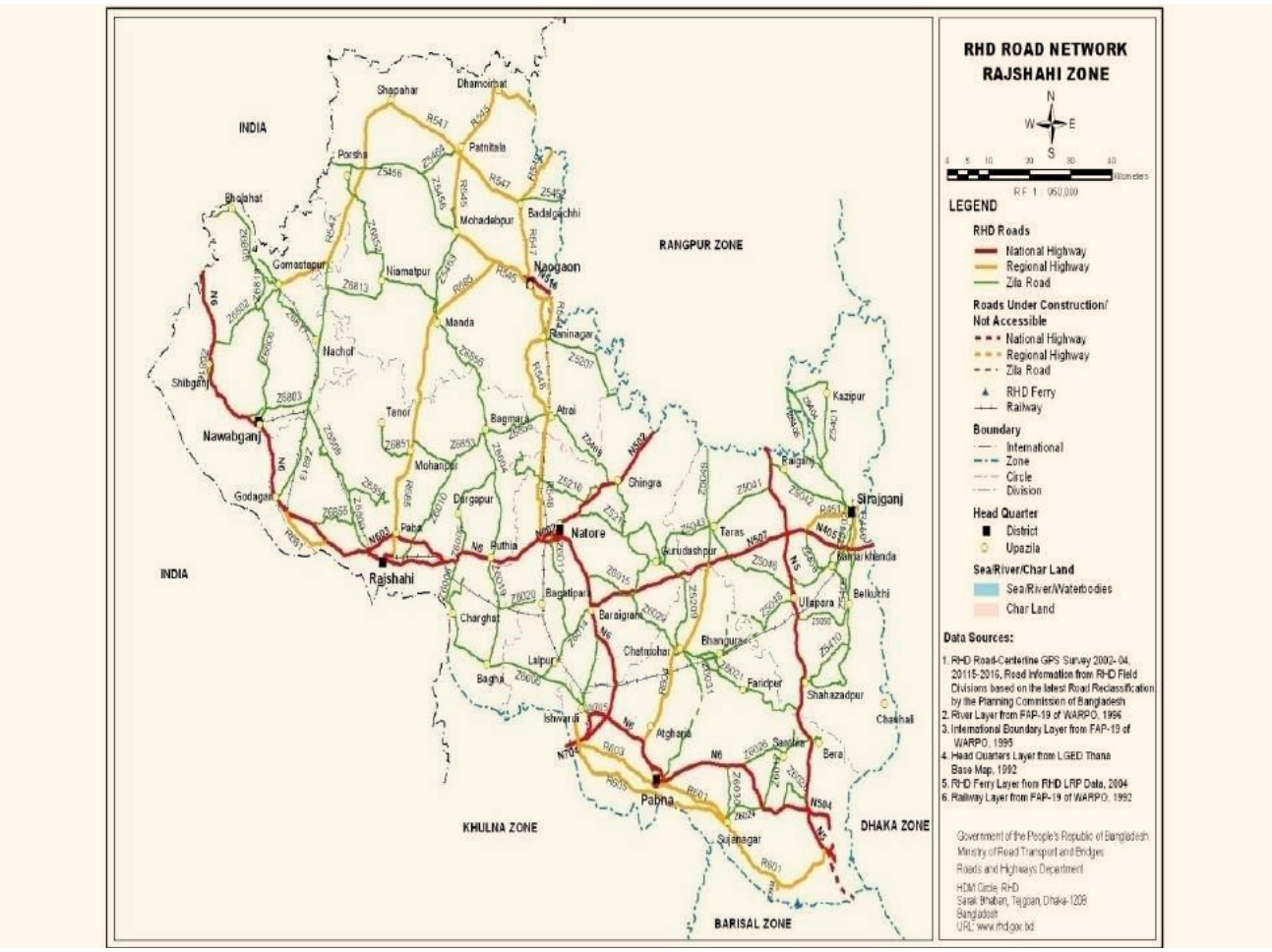

রাজশাহী জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় রাজশাহী জোনে বাস্তবায়নাধীন ১২টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১১১৬.৭৫ কোটি টাকার বিপরীতে ১১১০.৯৯ কোটি টাকা (৯৯.৪৮%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কের মিডিয়ানসহ পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কের মিডিয়ানসহ পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত নাটোর শহরের প্রধান সড়ক

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রাজশাহী জোন)

রাজশাহী জোনের আওতাধীন মোট ২৫৯.২০ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭৫২.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প জুন ২০২২ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ-কড্ডা-সমেশপুর মহাসড়ক (জেড-৫৪০২)	১১.৬৫৭
	ভূইয়াগাতী-নিমগাছি-তাড়াশ মহাসড়ক (জেড-৫০৪১)	১৬.৫
	উল্লাপাড়া-লাহিড়ীমোহনপুর-ভাঙ্গুরা (ময়নাদিঘী বাজার) মহাসড়ক (জেড-৫০৪৮)	১৩.০০
	তাঁড়াশ-রানীরহাট-শেরপুর (সিরাজগঞ্জ অংশ) মহাসড়ক (জেড-৫০৪৯)	১৭.০০
পাবনা	বড়াইগ্রাম-জোনাইল-চাটমোহর মহাসড়ক (পাবনা অংশ) (জেড-৬০২৯)	৮.০০
	চাটমোহর-পার্শ্বডাঙ্গা-ইদিলপুর-ডেংগারগাঁও-পাবনা মহাসড়ক (জেড-৬০৩১)	৩১.৫০
	চিনাখড়া-(বিশ্বরোড)-ক্ষেতুপড়া-বিলমহিষা-সাঁথিয়া মহাসড়ক (জেড-৬০১৭)	১৪.০০
	ঘাখড়াখালী-সোনাতলা-সাঁথিয়া বাজার বাইপাস মহাসড়ক (জেড-৬০২৭)	৯.০০
নাটোর	কালিগঞ্জ (শেরকোল)-নলডাঙ্গারহাট-স্বরকুতিয়া বাজার মহাসড়ক (জেড-৫২১০)	২৬.৭০
	আড়ানী-বাগাতিপাড়া মহাসড়ক (নাটোর অংশ) (জেড-৬০২০)	৬.৬০
	উত্তরা গণভবন সংযোগ মহাসড়ক (জেড-৫২১২)	০.৬১
	সিংড়া-গুরুদাসপুর-চাটমোহর মহাসড়ক (নাটোর অংশ) (জেড-৫২০৯)	৯.৯৫৭
	আহম্মেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর মহাসড়ক (জেড-৬০১৫)	৫.৩৩৫
রাজশাহী	রাজশাহী-হাটগোদাগাড়ী-ফলিয়ারবিল-মোহনগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৬০১০)	২২.০০
	শিবপুর-দূর্গাপুর-তাহেরপুর মহাসড়ক (জেড-৬০০৫)	১৯.৭০
	রাজশাহী-দামকুড়াহাট-কাকনহাট-আমনুরা মহাসড়ক (জেড-৬৮০৯)	৩৫.৬০
নওগাঁ	গোদাগাড়ী-নাচোল-নিয়ামতপুর মহাসড়ক (জেড-৬৮১৩)	১৭.৫
	মান্দা-বাঘমারা-আত্রাই মহাসড়ক (জেড-৬৮৫৬)	২৫.০০
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	বাবগঞ্জ -আমনুরা মহাসড়ক (জেড-৬৮০৩)	৬.৫

চিনাখড়া-(বিশ্বরোড)- ক্ষেতুপড়া-বিলমহিষা-সাঁথিয়া মহাসড়ক এর সদ্য সমাপ্তকৃত জেলা সড়ক

চলমান প্রকল্প

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ শহর অংশ (শহিদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হতে কাটাওয়াপদা মোড় পর্যন্ত) ৪- লেন উন্নীতকরণ ও অবশিষ্ট অংশ২- লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প।

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ শহর অংশে ৬.৬ কিলোমিটার ৪- লেনে উন্নীতকরণ (শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হতে কাটা ওয়াপদা মোড় পর্যন্ত), ১৪.০০ কিলোমিটার অংশ ২- লেনে উন্নীতকরণ এবং শহর অংশের অবশিষ্ট ১.১৪ কিলোমিটার মহাসড়ক সংস্কারের নিমিত্ত ২৬৪.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৮.৩২ শতাংশ।

সয়দাবাদ-সিরাজগঞ্জ *সড়ক*

উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ

যানজট এবং দূর্ঘটনা হ্রাস করার লক্ষ্যে উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্পটি ১০০.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২৭২.৬৭মিঃ ১টি ও ভারপাস নির্মাণ, ৪.২৪ কিলোমিটার এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ, ২.৪৭ কিলোমিটার সাইড রোড নির্মাণ সহ বাউন্ডারী ওয়াল, সাইন সিগন্যাল স্থাপন ইত্যাদি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৫৬.৩১ শতাংশ।

বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৭৪৬.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৪৩.৫৩ শতাংশ।

চলমান ওভারপাস নির্মাণ কাজ

বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) উন্নয়নের চলমান কাজ

রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪ লেনে উন্নীত করণ

রাজশাহী বিভাগীয় শহর হতে বিমানবন্দরের সড়ক যোগাযোগ নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে ৩২৬.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজশাহী-নওহাটা- চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমান বন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৪৭.৪২ শতাংশ।

রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমানবন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত উন্নয়নের চলমান কাজ

বানেশ্বর(রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর(নাটোর)-ঈশ্বরদী(পাবনা) (আর-৬০৬) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

রাজশাহী জেলার সারদা থেকে নাটোর জেলার লালপুর হয়ে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মধ্যে বিদ্যমান মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করতে ৫৫৪.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৪.৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর- (নাটোর) ঈশ্বরদী (পাবনা) (আর-৬০৬) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কের মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩২.৪৭ শতাংশ।

রাজশাহী জেলার সারদা থেকে নাটোর জেলার লালপুর হয়ে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মধ্যে বিদ্যমান মহাসড়ক উন্নয়নের চলমান কাজ

রংপুর জোন

রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে রংপুর সড়ক জোন গঠিত। রংপুর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট সড়ক বিভাগ নিয়ে রংপুর সড়ক সার্কেল; বগুড়া, জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা সড়ক বিভাগ নিয়ে বগুড়া সড়ক সার্কেল এবং দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় সড়ক বিভাগ নিয়ে দিনাজপুর সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ১৩টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৯টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০১টি জেলা মহাসড়ক যার দৈর্ঘ্য ৩০২০.৫৪ কিলোমিটার। রংপুর জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারী সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কি.মি.)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি.মি.)	জেলা মহাসড়ক (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
বগুড়া	১২৬.১৮৪	৬২.৪৫৩	৩৩৯.৩৫০	৫২৭.৯৮৭
দিনাজপুর	৯৫.৫৮	১৫৫.২৯	২৮৬.৮৪	৫৩৭.৭১
গাইবান্ধা	৩২.৮৫	৪২.৩৭	২০৮.৬৮	২৮৩.৯০
জয়পুরহাট	-----	৩৯.০৪	১৫১.৯৫	১৯০.৯৮
কুড়িগ্রাম	৬৩.৩০	৯৯.৩০	১১৩.৪৪	২৭৬.০৪
লালমনিরহাট	০.০০	০.০০	২৮.০০	২৮.০০
নীলফামারী	১৭.৪৭	৫৫.৫৯	২০৪.৮৫	২৭৭.৯১
পঞ্চগড়	৭১.২৭	০.০০	১১১.৪৮	১৮২.৭৫
রংপুর	১০৮.৮৯	৩৬.৫৪	২৪৯.৮৬	৩৯৫.২৯
ঠাকুরগাঁও	০.০০	০.০০	১১৪.৩৫	১১৪.৩৫
সর্বমোট	৫১৫.৫৪৪	৪৯০.৫৮৩	১৮০৮.৮০	২৮১৪.৯১

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

রংপুর সড়ক জোনের আওতায় ৩১২টি কংক্রিট সেতু (১৮১৫৬.৬২ মটার), ৩১টি বেইলি সেতু (২০৯৪.১৮ মিটার) ও ২৫০৫টি কালভার্ট (১০৩২৬.১৩মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে।

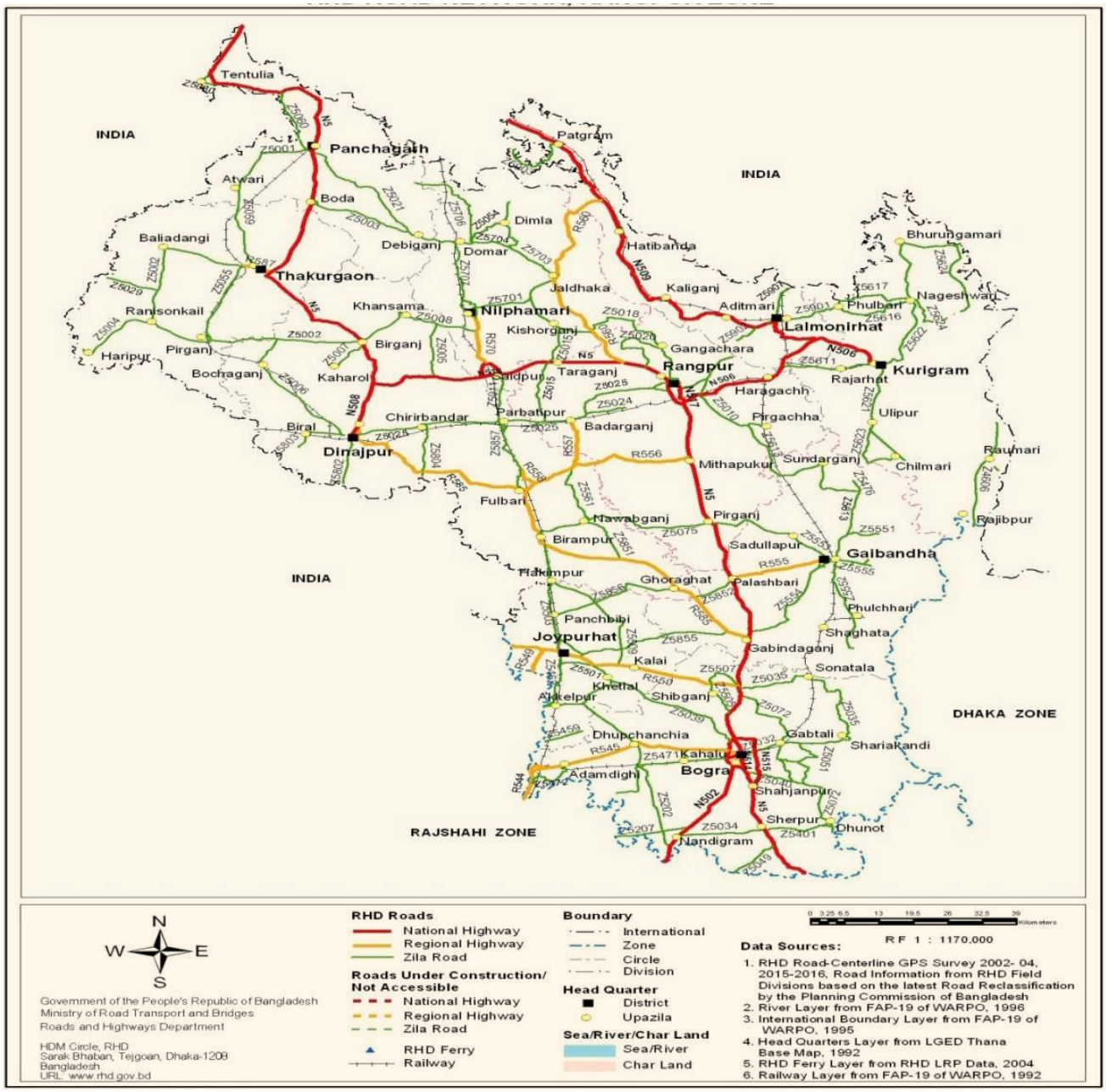

রংপুর জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন কমসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় রংপুর জোনে বাস্তবায়নাধীন ১৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৪১৯.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৪১৭.৪৬ কোটি টাকা (৯৯.৮৬%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প

জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর জোন)

রংপুর জোনের আওতাধীন মোট ২৬৬.০৭ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৮০.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জুন ২০২২-এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
পঞ্চগড়	পঞ্চগড় - গোয়ালপাড়া-রুহিয়া মহাসড়ক (জেড-৫০০১)	১৫.৩০
	পঞ্চগড় চিনিকল-ব্যাংহাড়ী-মাড়োয়া-শালডাংগা- দেবীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০২১)	১১.২৫
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও- নেকমরদ-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জমহাসড়ক (ঠাকুরগাঁও অংশ) (জেড-৫০০২)	৩.৬৪
	রানীসংকৈল-হরিপুর মহাসড়ক (জেড-৫০০৪)	১৮.৩০
	ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০৫৫)	১৭.৬০
দিনাজপুর	ঠাকুরগাঁও- নেকমরদ-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জমহাসড়ক (দিনাজপুর অংশ) (জেড-৫০০২)	১৯.৬০
	দিনাজপুর-বোচাগঞ্জ-বকুলতলা মহাসড়ক (জেড-৫০০৬)	৭.৮০
	বিরামপুর-নবাবগঞ্জ-ভাদুরিয়া মহাসড়ক (জেড-৫৮৫১)	১৩.০০
নীলফামারী	নীলফামারী (টেংগনমারী)-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০২২)	১০.৫০
	কালিতলা-বাদিয়ারমোড়-পুলিশলাইন (নীলফামারী বাইপাস) মহাসড়ক (জেড-৫৭০৯)	৮.৫০
	বোড়াগাড়ী- খোকশারঘাট-ডিমলা মহাসড়ক (জেড-৫০৫৪)	৩.৫০
রংপুর	রংপুর-সাহেবগঞ্জ-পীরগাছা মহাসড়ক (জেড-৫০১০)	১.৫০
	ট্যাঙ্গেরহাট-লালদিঘী-তারাগঞ্জ-(নীলফামারী)-কিশোরগঞ্জমহাসড়ক (জেড-৫০১৫)	১৭.৭৪
	গঙ্গাচড়া-পীরেরহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রামি-(নীলফামারী)-কিশোরগঞ্জমহাসড়ক (জেড-৫০১৮)	১৮.৭০
	মধুপুর-শ্যামপুর মহাসড়ক (জেড-৫০২৪)	৮.৪০
	সাহেবগঞ্জ-হারাগাছ মহাসড়ক (জেড-৫৬১২)	৬.০০
লালমনিরহাট	পাটগ্রাম-দহগ্রাম-আংগরপোতা মহাসড়ক (জেড-৫৯০৩)	১৬.২০
	লালমনিরহাট- মোগলহাট মহাসড়ক (জেড-৫৯০৭)	১১.৮০
কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী-নেওয়াশী-খড়িবাড়ী-ফুলবাড়ী মহাসড়ক (জেড-৫৬১৭)	১১.৭১
	উলিপুর-বজরা-চিলমারী মহাসড়ক (জেড-৫৬২৩)	১০.৫০
গাইবান্ধা	ধুপনী- বেলকামহাসড়ক (জেড-৫৪৭৬)	৩.৪৮
	দাড়িয়াপুর-কামারজানী মহাসড়ক (জেড-৫৫৫১)	৭.২০
	পলাশবাড়ী- ঘোড়াঘাট মহাসড়ক (জেড-৫৮৫২)	৯.০০
	জয়পুরহাট-রাজাবিরাট- গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা অংশ) মহাসড়ক (জেড-৫৮৫৫)	১১.৬০
জয়পুরহাট	বগুড়া (ঝোপগাড়ী)- ক্ষেতলাল মহাসড়ক (জেড-৫০৩৯)	৪.২৪
	জয়পুরহাট- ক্ষেতলাল মহাসড়ক (জেড-৫৫০১)	১০.৬৮
	জয়পুরহাট-রাজাবিরাট- গোবিন্দগঞ্জ (জয়পুরহাট অংশ) মহাসড়ক (জেড-৫৮৫৫)	৬.১৪
বগুড়া	মোকামতলা-সোনাতলা-হরিখালী-হাটশেরপুর-সারিয়াকান্দিমহাসড়ক (জেড-৫০৩৫)	২৮.৬০
	সুলতানগঞ্জ-(লিচুতলা)-মাদলা-বাগবাড়ী-(কদমতলী)-গাবতলী (পাঁচমাইল) মহাসড়ক (জেড-৫০৪০)	৯.৭০
	ধুনট-নাংলু-বালিয়াদিঘী-পাঁচমাইল-গাবতলী-সোনাতলা (চৌকিরঘাট) মহাসড়ক (জেড-৫০৭২)	১০.৬০

উন্নয়নকৃত ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গী- নেকমরদ-রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ (রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ) মহাসড়ক (দিনাজপুর অংশ)

উন্নয়নকৃত ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গী- নেকমরদ-রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ (রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ) মহাসড়ক (দিনাজপুর অংশ)

গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৫৫৪) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৫৫৪) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ৯০.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া নাকাইহাট জেলা মহাসড়ক (জেড-৫৫৫৪)

নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০২) এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০৭) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০২) এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০৭) যথ াযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ১৫৫.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০২) এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০৭) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের কালভার্ট

উন্নয়নকৃত নন্দিগ্রাম-তালোড়া-দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০২) এবং নন্দিগ্রাম-কালিগঞ্জ-রাণীনগর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫২০৭)

সোনাহাট সেতু এ্যাপ্রোচ হতে সোনাহাট স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

সোনাহাট সেতু এ্যাপোচ হতে সোনাহাট স্থলবন্দও পর্যন্ত সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ৪৪.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

উন্নয়নকৃত সোনাহাট সেতু এ্যাপ্রোচ হতে সোনাহাট স্থলবন্দর পর্যন্ত সড়ক

চলমান প্রকল্প

জামালপুর - ধানুয়া (কামালপুর) - রৌমারী দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (জেড-৪৬০৬) (কুড়িগ্রাম অংশ)

৩৩২.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভূজামালপুর - ধানুয়া (কামালপুর) - রৌমারী - দাঁত ভাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মানে প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৩.১০ শতাংশ।

জামালপুর - ধানুয়া (কামালপুর) - রৌমারী দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়ক উন্নয়নের চলমান কাজ

কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)- নাগেশ্বরী- ভুরুঙ্গামারী- সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

সোনাহাট স্থলবন্দর ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচল উন্নততর ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ৬৮৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৬.৩৯কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৩.১৫ শতাংশ।

কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)- নাগেশ্বরী- ভুরুঙ্গামারী- সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ক উন্নয়নের চলমান কাজ

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রংপুর জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত রংপুর জোনে ৯৯৩.৯০কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১০৫.২০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২২পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৭.২৭ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী থেকে গাইবান্ধা মহাসড়ক (আর-৫৫৫)	২১.০২
বগুড়া	বগুড়া-নওগাঁ-মহাদেবপুর-পত্নীতলা- জয়পুরহাট মহাসড়ক (বগুড়া অংশ)(আর-৫৪৫)	৪৩.০০
বগুড়া/ জয়পুরহাট	বগুড়া (মোকামতলা)-তালাই-জয়পুরহাট মহাসড়ক (আর-৫৫০)	৩৬.৮৪
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও পুরাতন সেকশন মহাসড়ক (বাসষ্ট্যান্ড থেকে রেলষ্টেশন)(আর-৫৮৭)	৪.৩৪

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর জোন) প্রকল্পের আওতায় বগুড়া-নওগাঁ-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক (বগুড়া অংশ) (আর-৫৪৫) উন্নয়নের চলমান কাজ

গোবিন্দগঞ্জ- ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত)

৮৪২.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গোবিন্দগঞ্জ- ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৯.০৯ শতাংশ।

গোবিন্দগঞ্জ- ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চলিক মহাসড়ক

জয়পুরহাট-(হিচমী)-পুরান আইপল-পাঁচবিবি-হিলি (শহর লিংকসহ) মহাসড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)

জয়পুরহাট-(হিচমী)-পুরান আইপল-পাঁচবিবি-হিলি (শহর লিংকসহ) মহাসড়ক উন্নয়ন করণের নিমিত্ত ২২৬.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৯.০৯৯ কিঃমিঃ প্রশস্তকরণসহ মজবুতীকরণ ও সার্ফেসিং কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫৮.৩৫ শতাংশ।

জয়পুরহাট-পাঁচবিবি-হিলি মহাসড়ক(জেড-৫৫০৩) উন্নয়নের চলমান কাজ

ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬), ডোমার (বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নীলফামারী জেলার সাথে চিলাহাটি স্থলবন্দরসহ ডোমার ও ডিমলা উপজেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৪২১.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬)সড়কের ২৮.৮০০ কিলোমিটার ডোমার (বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) সড়কের ৭.৯০০ কিলোমিটার এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) সড়কের ১২.৩০০ কিলোমিটার সহ সর্বমোট ৪৯.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬), ডোমার (বোড়াগাড়ী)- জলঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ডোমার (বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা (ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) সড়কের ৭.৯০০ কিলোমিটার এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) সড়কের ১২.৩০০ কিলোমিটারের ২টি প্যাকেজ এবং ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬)সড়কের ১টি প্যাকেজের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।

জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩)মহাসড়ক

নীলফামারী- ডোমার (জেড-৫৭০৭) সড়ক ও বোদা- দেবীগঞ্জ (জেড-৫০০৩) সড়ক নীলফামারী অংশ এবং ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর (জেড-৫৮৫৭) সড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ

২৩৮.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নীলফামারী- ডোমার (জেড-৫৭০৭) সড়ক ও বোদা- দেবীগঞ্জ (জেড-৫০০৩) সড়ক নীলফামারী অংশ এবং ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর (জেড-৫৮৫৭) সড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬২.৯১ শতাংশ।

নীলফামারী- ডোমার (জেড-৫৭০৭) জেলা মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

বগুড়া শহর থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (এন-৫১৯)

১০৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বগুড়া শহর থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (এন-৫১৯) প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৭.৮০ শতাংশ।

বগুড়া শহর থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (এন-৫১৯) প্রকল্পের চলমান কাজ

বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী -আফতাবগঞ্জ- (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ

৪৬০.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী -আফতাবগঞ্জ- (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০১৩) প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন/২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ব্যয় ২৩৮.৪৬ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি ৫১.৭৫ শতাংশ।

বামনডাঙ্গা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী -আফতাবগঞ্জ- (দিনাজপুর) জেলামহাসড়ক (জেড-৫০১৩)

ভূরুঙ্গামারী- সোনাহাট স্থল বন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ

২৩৫.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভূরুঙ্গামারী সোনাহাট স্থলবন্দর-ভিতরবন্দ-নাগেশ্বরী মহাসড়কের দুধকুমর নদীর উপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৩০.১৬ শতাংশ।

সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক (আর-৫৭০) প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ

নীলফামারী জেলার সাথে সৈয়দপুর উপজেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৪৪৩.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৯১.৭৭ শতাংশ।

সৈয়দপুর-নীলফামারী (আর-৫৭০) আঞ্চলিক মহাসড়ক

বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৩২) উন্নয়ন এবং বাঙালী নদীর উপর আড়িয়াঘাট সেতু নির্মাণ

২৪০.৯৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৩২) উন্নয়ন এবং বাঙালী নদীর উপর আড়িয়াঘাট সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৯.২৩ শতাংশ।

বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৩২) উন্নয়ন এবং বাঙালী নদীর উপর আড়িয়াঘাট সেতু নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কাজ

সিলেট জোন

সিলেট ও মৌলভীবাজার সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে সিলেট সড়ক জোন গঠিত। সিলেট ও সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগ নিয়ে সিলেট সড়ক সার্কেল এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ নিয়ে মৌলভীবাজার সড়ক সার্কেল গঠিত। এ জোনের আওতায় ৩৮টি জেলা মহাসড়ক, ১৫টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ১৬১৯.০৪ কিলোমিটার। সিলেট জোনের আওতাধীন বিভাগওয়ারী সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য নিম্নরূপ:

সিলেট সড়ক জোনের আওতাধীন বিভাগসমূহের সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের তথ্য:

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কি.মি.)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কি.মি.)	জেলা মহাসড়ক (কি.মি.)	মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
হবিগঞ্জ	১২৮.০২	১০৩.৩৩	১০৭.৪৩	৩৩৮.৭৮
মৌলভীবাজার	৮৯.৭৩	৭৪.২২	২১৬.৬৯	৩৮০.৬৪
সুনামগঞ্জ		১৩৮.৪৬	২০৬.৯৮	৩৪৫.৪৪
সিলেট	১৩৯.১৪	১৬২.০১	২৫৩.০৩	৫৫৪.১৮
সর্বমোট	৩৫৬.৯০	৪৭৮.০১	৭৮৪.১৩	১৬১৯.০৪

তথ্যসূত্রঃ Maintenance and Rehabilitation Needs Report ২০২২-২৩, এইচডিএম সার্কেল

সিলেট সড়ক জোনের আওতায় ৪২২টি কংক্রিট সেতু (২১৬০৬.৬৫ মিটার), ৩৭ টি বেইলি সেতু (৩১১২.১৯মিটার) ও ১৫৭৬টি কালভার্ট (৯১৩৫.০০মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৯টি টোল প্লাজা রয়েছে।

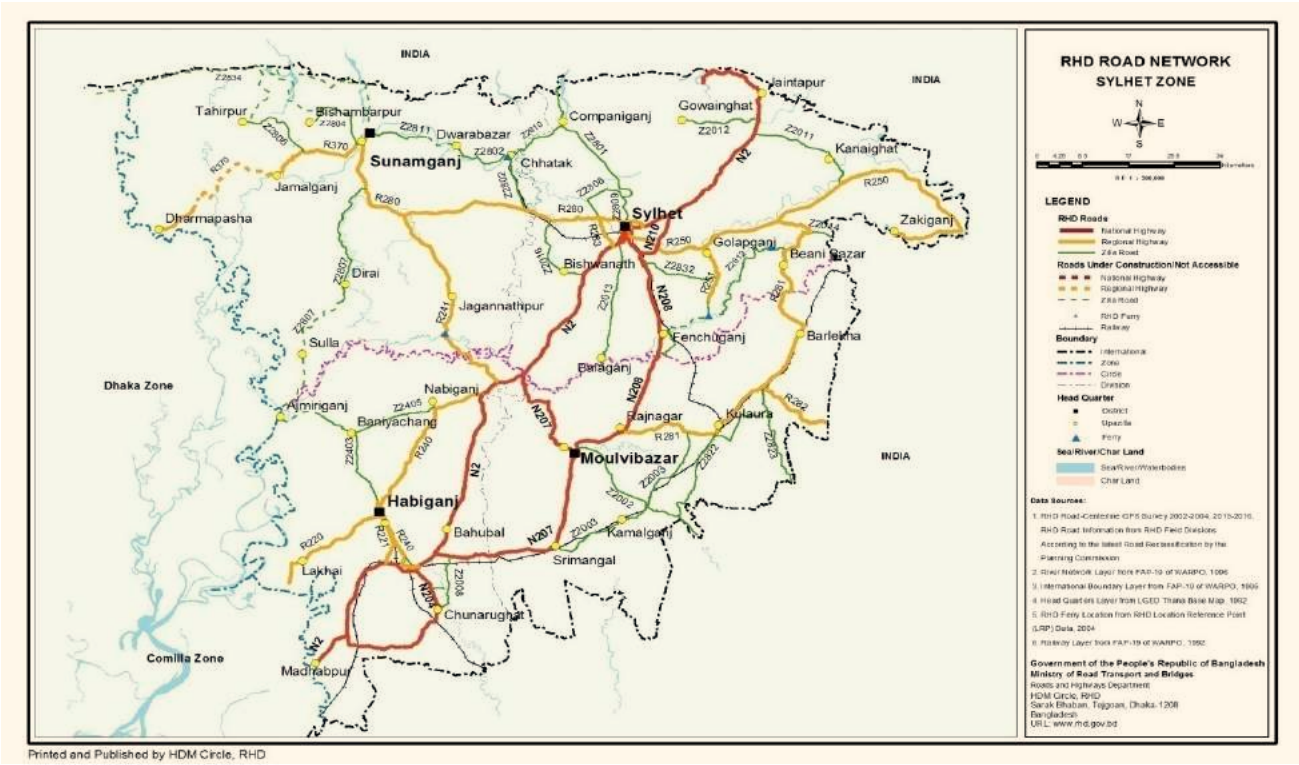

সিলেট জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় সিলেট জোনে বাস্তবায়নাধীন ১২টি প্রকল্পের মধ্যে ৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ২৬৫৪.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৬৪৮.২৭ কোটি টাকা (৯৯.৭৫%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প:

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন) (১ম সংশোধিত)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন) (১ম সংশোধিত) উন্নয়নের নিমিত্ত সিলেট জোনে ৫৪৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৪৬.১৫ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সুনামগঞ্জ	পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক (আর-২৪১)	২১.৬৬
সিলেট	গোপালগঞ্জ-ঢাকাদক্ষিণ-ভাদেশ্বর মহাসড়ক (আর-২৫১)	১১.০৫৯
	সিলেট- গোপালগঞ্জ-চরখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২৫০)	৬২.২২৫
মৌলভীবাজার	রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখা-বিয়ানীবাজার- শেওলা-চরখাই মহাসড়ক (মৌলভীবাজার অংশ) (আর-২৮১)	১৪.৩৬
	জুড়ী-লাঠিটিলা মহাসড়ক (আর-২৮২)	১১.৮৮৪
হবিগঞ্জ	সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২২০)	২৪.৯৬

উন্নয়নকৃত রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ি-বড়লেখা-বিয়ানীবাজার- শেওলা-চারখাই সড়ক(সিলেট অংশ)

উন্নয়নকৃত সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ সড়ক (আর-২২০)

বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন লালবাগ-সালুটিকর- কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

৬১৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০.৮৫ কিমি. দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন লালবাগ-সালুটিকর- কোম্পানীগঞ্জ- ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ রিজিড পেভমেন্টে নির্মিত "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবুর রহমান সড়ক"নামে নাম করণকৃত এ মহাসড়কটি একদিকে যেমন ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথর কোয়ারি হতে ভারী যানবাহন সিলেট হয়ে সারাদেশে চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন করবে, অন্যদিকে পর্যটন শিল্পের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সমাপ্তকৃত সিলেট-সালুটিকর- কোম্পানীগঞ্জ- ভোলাগঞ্জ মহাসড়ক [জেড ২৮০১]

পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের মিসিং লিংক রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর ১৫০.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ৭০২.৩২ মিটার দীর্ঘ রাণীগঞ্জ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় রাণীগঞ্জ সেতুসহ ২.৫০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক এবং উক্ত সংযোগ সড়কের মধ্যে ৩১.৮২ মিটার দীর্ঘ ১টি সেতু (ইটাখোলা সেতু), ৩টি আরসিসি বক্স কালভার্ট ১টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন ও ১টি আধুনিক টোল প্লাজা নির্মাণ করা হয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক- দোয়ারবাজার মহাসড়কের ছাতকে সুরমা নদীর উপর সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক- দোয়ারাবাজার মহাসড়কের ছাতকে ১২৬.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে সুরমা নদীর উপর ৪০২.৬১ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মূল সেতুর অবশিষ্ট কাজসহ ২.৬২২ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক এবং উক্ত সংযোগ সড়কের মধ্যে ৮টি আরসিসি বক্স কালভার্ট, ২টি ইন্টার সেকশন ও ১টি আধুনিক টোল প্লাজা নির্মাণ করা হয়েছে।

সমাপ্তকৃত সুরমা সেতু

সমাপ্তকৃত সুরমা সেতু

পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়কে ক্ষতিগ্রস্ত ৭টি সেতু এবং নিয়ামতপুর-আবুয়া সড়কে আবুয়া সেতু নির্মাণ

পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে ১৩৫.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৬১৩.০৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ক্ষতিগ্রস্ত ৭টি সেতু পুন:নির্মাণ এবং নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়কে ১টি (আবুয়া সেতু) সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে ঝুঁকিপূর্ণ ৭টি বেইলী সেতুর স্থলে ৭টি সেতু পুনঃনির্মাণ এবং নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়কে আবুয়া নদীর উপর ১টি সেতু নির্মাণসহ মোট ৮টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২.০৬ কিরোমিটার সংযোগ সড়ক সহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার ফলে উল্লেখিত সড়ক ২টির যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধিত হবে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে। সুষ্ঠু ও অবাধ যাতায়াতের জন্য সেতুসমূহ নির্মিত হওয়ায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান যোগাযোগ ব্যাবস্থায় নুতন দিগন্তের সৃষ্টি হবে।

গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক- দোয়ারাবাজার মহাসড়কে বিদ্যমান ৯ টি সরু ও জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে ৯টি আরসিসি/পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও সহজতর করার লক্ষ্যে গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার মহাসড়কে ৮৫.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৪০৬.৭৩ মিটার দৈর্ঘ্যের ৯টি সরু ও জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে ৯টি আরসিসি/পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি জুন ২০২২ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯টি

সেতু নির্মাণসহ ২.৪৯ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার ফলে উল্লেখিত সড়কটির যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধিত হবে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে। সুষ্ঠু ও অবাধ যাতায়াতের জন্য সেতুসমূহ নির্মিত হওয়ায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান যোগাযোগ ব্যাবস্থায় নুতন দিগন্তের সৃষ্টি হবে।

সমাপ্তকৃত গড়গাঁও সেতু

সমাপ্তকৃত নৈনগাঁও সেতু

চলমান প্রকল্প

জেলা মহাসড়কসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (সিলেট জোন) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

সিলেট জোনের আওতাধীন মোট ১৮৮.৫৫ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৬১.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৩.৮৫ শতাংশ।

উল্লেখ্য এ প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন অংশের সমূদয় কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবাড়ি মহাসড়ক (জেড-২০২০)	৯.১২০
	সারী-গোয়াইনঘাট মহাসড়ক (জেড-২০১২)	৮.৮১৫
	সিলেট (তেলিখাল)-সুলতানপুর-বালাগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-২০১৩)	২৪.৯৩৮
সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ-কাঁচিরগাতি-বিশ্বম্বরপুরমহাসড়ক (জেড-২৮০৪)	৮.৬৪৭
	নিয়ামতপুর-তাহিরপুর মহাসড়ক (জেড-২৮০৬)	৭.৭০
	দোয়ারাবাজার-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-২৮১১)	১৬.৭৭০
মৌলভীবাজার	জুড়ী-ফুলতলা (বটুলী) মহাসড়ক (জেড-২৮২৩)	২২.১৫
	কুলাউড়া-পৃথিম পাশা-হাজীপুর-শরীফপুর (লিংক সড়ক রবির বাজার হতে টিলাগাঁও) মহাসড়ক (জেড-২৮২২)	১৭.০০
	মৌলভীবাজার- শমসেরনগর- চাতলা চেকপোষ্ট মহাসড়ক (জেড-২০০২)	৩২.৯৪৯
	কুলাউড়া- শমসেরনগর- শ্রীমঙ্গল মহাসড়ক (জেড-২০০৩)	২৫.২০
হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট-সাটিয়াজুড়ী-নতুনবাজার মহাসড়ক (জেড-২০০৮)	১২.৭৮
	মুরারবন্দ দরগাহশরীফ মহাসড়ক (জেড-২০১০)	২.৩৮
	হবিগঞ্জ-বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ-শাল্লা মহাসড়ক (জেড-২৪০৩)	০.১০৪

উন্নয়নকৃত ফেঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবাড়ী সড়ক(ফেঞ্চুগঞ্জ লিংক রোড) (জেড ২০২০)

উন্নয়নকৃত চুনারুঘাট-সাটিয়াজুড়ী-নতুনবাজার সড়ক (জেড-২০০৮)

সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ প্রকল্প

৭৬৯.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের ১৬.৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ১৪.৬৩ শতাংশ।

উন্নয়নকৃত ফেঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবাড়ী সড়ক(ফেঞ্চুগঞ্জ লিংক রোড) (জেড ২০২০)

যান্ত্রিক জোন

টেকসই ও আধুনিক সড়ক নির্মাণ এবং নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, যানবাহন এবং ফেরিসার্ভিস প্রয়োজন। এসব যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ও পরিদর্শনযান এবং ফেরিসার্ভিসভুক্ত পন্টুন, গ্যাংওয়ে ফেরিসমূহ চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য যান্ত্রিক জোন ৭টি কারখানা বিভাগ, ৬টি ফেরি বিভাগ, ৩টি সরঞ্জাম বিভাগ এবং ২টি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় যান্ত্রিক উইং এর আওতাধীন ৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি সমাপ্ত হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালিত ৫২টি ফেরি ঘাটে চলমান ফেরির সংখ্যা ১২৩টি এবং মোট পন্টুনের সংখ্যা ১৪০টি।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি ফেরি

চলমান প্রকল্প

সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ:

নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক বজায় রাখার জন্য সময়োপযোগী আধুনিক ও ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসংগ্রহ এবং বর্তমান পুরনো সরঞ্জাম বহর আধুনিকায়ন এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৫৮৫.৮৮ কোটি টাকা প্রক্কলিত ব্যয়ে এই প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক অ্যাসফল্ট সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্ক নিজস্ব জনবল দ্বারা দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষনের কাজে আধুনিক মানের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে ৪৭.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি ভ্রাম্যমাণ মিনি অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, ৪টি প্রাইম মুভার, ১টি কোল্ড প্লানার (অ্যাসফল্ট মিলিং) মেশিন, ১টি অ্যাসফল্ট পেভার, ১টি পটহোলস রিপেয়ার মেশিন ও ১টি ক্র্যাক সিলিং মেশিন সংগ্রহ করা হবে।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জাম

পরিচালন খাত

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

পিএমপি (সড়ক-মেজর) কর্মসূচীর আওতায় সম্পাদিত কাজের তথ্য নিম্নরূপ:

২০২১-২২ অর্থবছরে পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক মেজর) কর্মসূচীর অধীনে মোট বরাদ্দ ছিলে ১০০৫.৯২ কোটি টাকা

সড়ক জোন	প্রাপ্ত বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	পিএমপি (সড়ক-মেজর)		
		ডিবিএসটি (কিঃমিঃ)	ওভারলে (কিঃমিঃ)	রিজিড পেভমেন্ট (কিঃমিঃ)
ঢাকা	১১০.২৩	৪৩.৮৬	১১.৯৪	৮.৯২
ময়মনসিংহ	১৩০.৫০	-	৫৫.১৫	১.২০
চট্টগ্রাম	১০৭.৬০	২১.২০	৮১.৯৭	-
কুমিলা	১৩১.১২	-	১৩৮.০৪	২.৬২
সিলেট	৮৫.০৯	-	১৫.৯৫	১.৯০
রাজশাহী	১২৯.১৫	৯৪.৩০	৪৩.৭৫	৫.৩৯
রংপুর	১৪৩.২৭	৪০.৮৯	৬৭.৮৬	৫.৪৮
খুলনা	৭০.৩১	২৩.৮৪	৪২.২৩	-
বরিশাল	৭.৬৯	-	১৪.২৯	০.২২
গোপালগঞ্জ	৯০.৯১	-	৮৫.৮৮	০.৩০

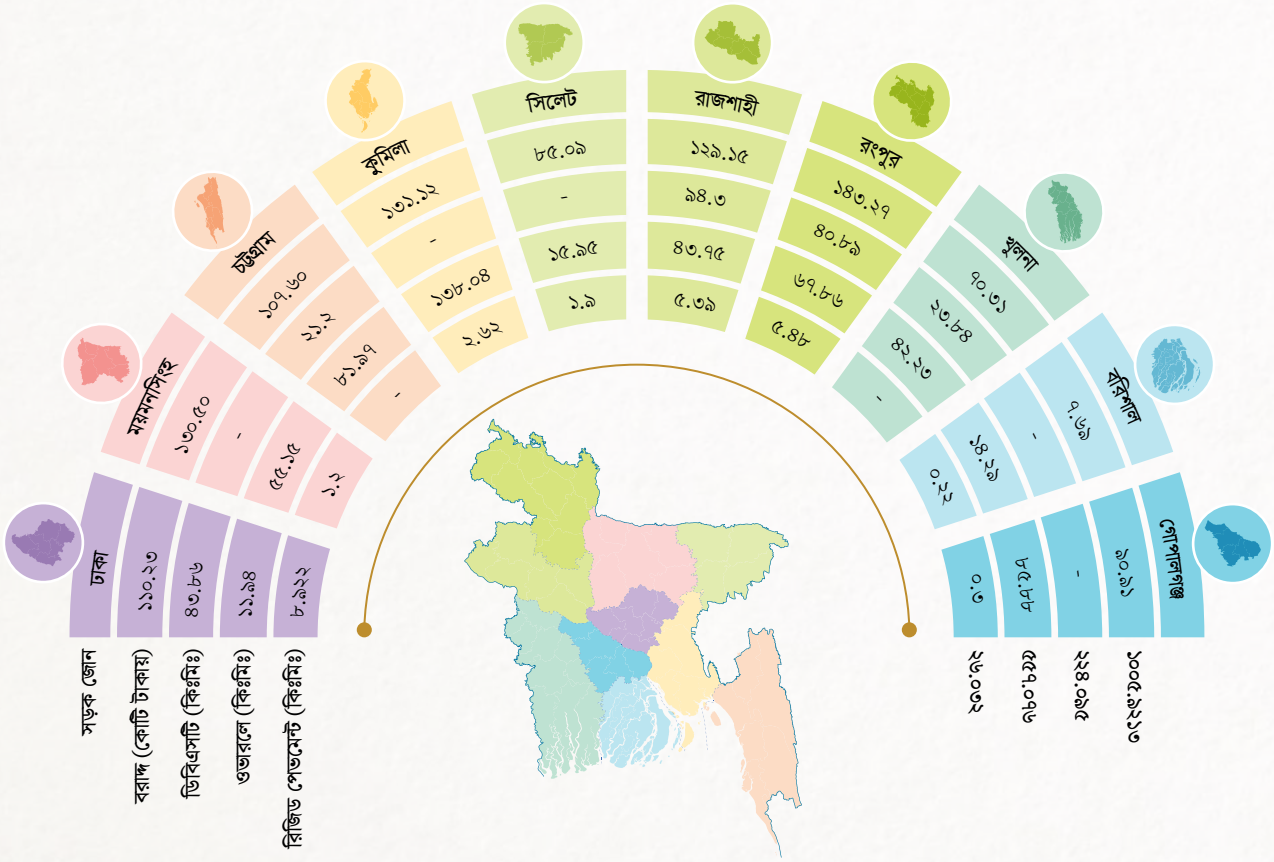

পিএমপি (মাইনর) কর্মসূচীর আওতায় সম্পাদিত কাজের তথ্য নিম্নরূপ:

২০২১-২২ অর্থবছরে পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক সেতু) মাইনর কর্মসূচীর অধীনে মোট বরাদ্দ ছিল ৫৪০.১০ কোটি টাকা

সড়ক জোনের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	কার্পেটিংসহ সীলকোট (কিঃমিঃ)	রিপেয়ার সহ এসবিএসটি (কিঃমিঃ)	মজবুতিকরণ (কার্পেটিং সীলকোট বাদে) (কিঃমিঃ)
ঢাকা	৬৮.৩৯	১৭.৮৯	১৫৪.৬৯	৬.৯৭
ময়মনসিংহ	৫৭.৩০	৮২.২৫	১২.০০	১১.৬৭
চট্টগ্রাম	৫৯.৩০	৩৫.৫৫	-	২.৪৫
কুমিলা	৪৯.৯৩	১০.১৮	১২৪.১২	৮.৮৬
সিলেট	৪০.৯৪	১৬.৯৭	৩.৭০	১৩.৪১
রাজশাহী	৪৭.৬৯	১৮.৯৭	১৯৯.১২	২.৫৫
রংপুর	৮২.৯৪	৬৪.৪২	১৬২.৯৯	১৪.৬৭
খুলনা	৫৯.৬৩	৫২.২৭	১৬.৯০	৪২০.২১
বরিশাল	৪৮.১০	২৮.২৩	-	৮.৫৬
গোপালগঞ্জ	২৫.৮৫	১.৫৯	-	-

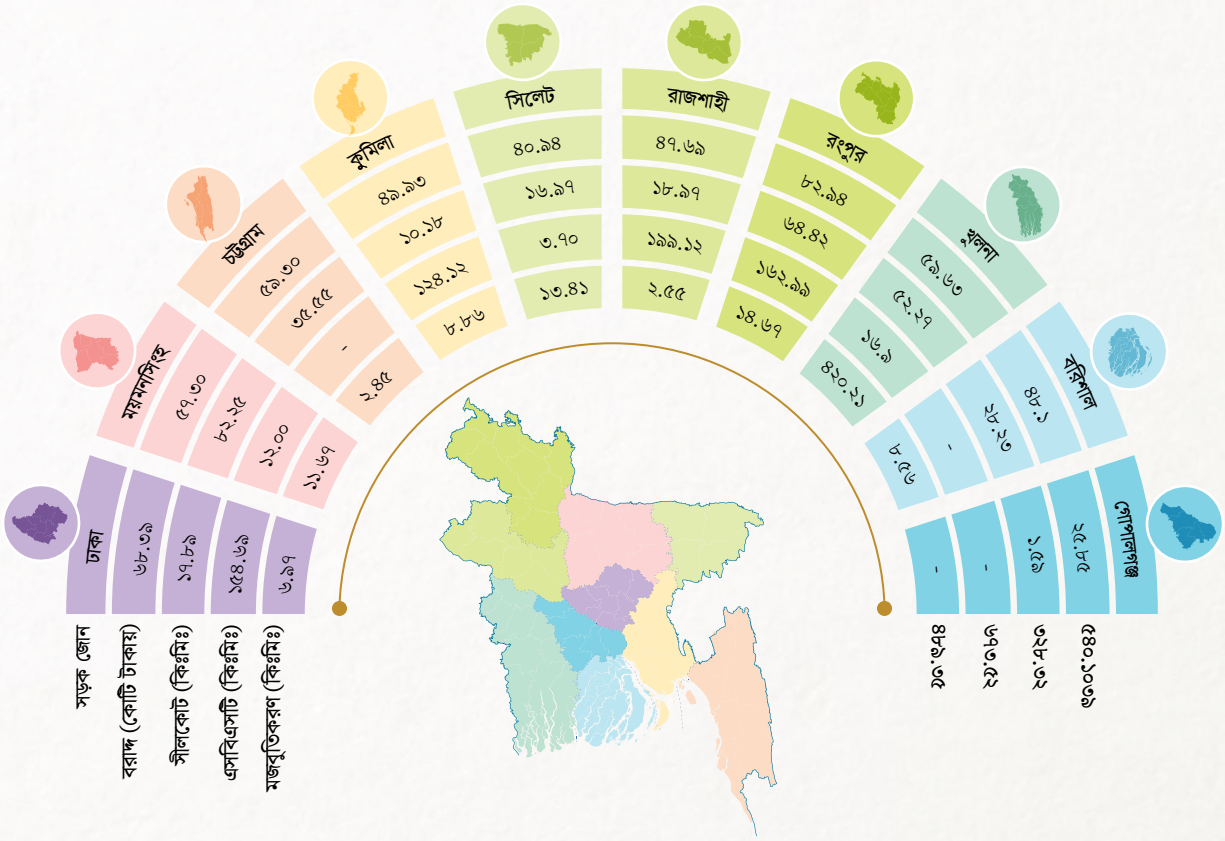

রাজস্ব আয়

জোনওয়ারী রাজস্ব আয়ের চিত্র

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত ৬৪টি সেতু, ৩টি সড়ক এবং ৫৪টি ফেরি হতে টোল/ভাড়া ইত্যাদি খাতে সরকারের রাজস্ব আয় হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১,০২১.১৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। জোনওয়ারী রাজস্ব আয়ের তথ্য নিম্নরূপ:

জোন	সেতুর রাজস্ব আয়	সড়কের রাজস্ব আয়	ফেরীর রাজস্ব আয়	সর্বমোট রাজস্ব আয়
ঢাকা	৬১৪.৭৮	-	১.৮৬	৬১৬.৬৪
ময়মনসিংহ	২৩.৩৯	-	-	২৩.৩৯
কুমিল্লা	৪.৫৩	-	-	৪.৫৩
চট্রগ্রাম	৮৪.৫০	৩.৭২	০.৯০	৮৯.১২
সিলেট	২২.৪২	২০.০৪	০.৮৮	৪৩.৩৩
রাজশাহী	১২.২৩	১৪.৮০	-	২৭.০২
রংপুর	২০.৩৭	-	-	২০.৩৭
খুলনা	৮৩.৭৪	-	১.৯০	৮৫.৬৪
গোপালগঞ্জ	৩৭.৭৫	-	২.২০	৩৯.৯৬
বরিশাল	৬৩.১৬	-	৭.৯৮	৭১.১৪
সর্বমোট	৯৬৬.৮৬	৩৮.৫৬	১৫.৭৩	১০২১.১৪

বিবিধ কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মোট ৬২টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। ইতোমধ্যে ৪৯টি প্রকল্প/কর্মসুচীর মাধ্যমে ৩৪টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতির মধ্যে ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ-রানীশংকৈল-হরিপুর সড়ক প্রশস্তকরণ, হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর সড়কে বলভদ্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলায় লেবুখালী ব্রীজ নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর উপর শহীদ শেখ কামাল সেতু নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার হাজীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ জামাল সেতু নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার মহীপুর-আলীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ, হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘরিয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কটি ৪ লেনে উন্নীতকরণ, সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু সহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ, মদন খালিয়াজুরী সাবমারসিবল সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্ট ২৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং ১০টি প্রকল্প/কর্মসূচি অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে নেত্রকোণা-ঈশ্বরগঞ্জ রাস্তা পূনঃনির্মাণ, ঢাকা বাইপাস ০২ (দুই) লেনের সড়ককে ০৪ (চার) লেনে উন্নীতকরণ, লক্ষীপুর-শরীয়তপুর সড়ক উন্নয়ন, আশুগঞ্জ-নবীনগর সড়ক পাকাকরণ, বরিশাল-খুলনা মহাসড়কের পিরোজপুরের বেকুটিয়া নামক স্থানে কচা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ, নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে শীতলক্ষ্যা তৃতীয় সেতু নির্মাণ, পটুয়াখালী জেলার দুমকি ও বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পান্ডব-পায়রা নদীতে নলুয়া-বাহের চর সেতু নির্মাণ, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪(চার) লেনে উন্নীতকরণ, সোনাতলা উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর উপর ভাংগা ব্রীজ নতুনভাবে তৈরী করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাস্তবায়নাধীণ প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে বরিশাল-খুলনা মহাসড়কের পিরোজপুরের বেকুটিয়া নামক স্থানে কচা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে শীতলক্ষ্যা তৃতীয় সেতু নির্মাণ, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪(চার) লেনে উন্নীতকরণ, সোনাতলা উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর উপর ভাংগা ব্রীজ নতুনভাবে নির্মাণের কাজ আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে আন্ধারমানিক নদীর উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত শেখ কামাল সেতু

পিপিপি (Public Private Partnership) কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় Public Private Partnership (PPP) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য ৬টি প্রকল্প তালিকাভুক্ত ছিল। প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

১. উভয়পাশে সার্ভিসলেনসহ জয়দেবপুর- দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) ৪- লেন উন্নীতকরণের জন্য ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেসরকারী বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের জন্য Financing Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। Independent Engineer নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য সার্পোট টু জয়দেবপুর- দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) শীর্ষক লিংক প্রজেক্ট ৩৮.৩৯ শতাংশ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২. পৃথক সার্ভিসলেনসহ হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ- শেখের জায়গা-আমুলিয়া- ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) পিপিপি ভিত্তিতে ৪- লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত বিনিয়োগকারী নিয়োগ হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য একটি Link Project বাস্তবায়নাধীন রয়েছে যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫.৮৩ শতাংশ।

৩. উভয়পাশে সার্ভিসলেনসহ গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ককে এক্সপ্রেসওয়ে- তে উন্নীতকরণের নিমিত্ত ঈঈউঅ কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত Transaction Advisor কর্তৃক দাখিলকৃত চুড়ান্ত Feasibilitz Study রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সাপোর্ট প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান।

৪. পিপিপি পদ্ধতিতে উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৪- লেনে উন্নীতকরণ-এর লক্ষ্যে CCEA কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি জাপানের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক BUET কে Transaction Advisor নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাক্কলনসহ Financial Modelling এবং সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

৫. ঢাকা আউটার রিং রোড: দক্ষিণ অংশ (কড্ডা-ঢাকা ইপিজেড-বাইপাইল-নবীনগর- হেমায়েতপুর-কালাকান্দি-৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু এপ্রোচ-মুক্তারপুর সেতু এপ্রোচ) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়োগকৃত পরার্মশক কর্তৃক Technical Study সম্পন্ন হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান।

৬. ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ (এন-৩) এক্সপ্রেসওয়ে কোরিয়ান জি টু জি ভিত্তিক পিপিপি পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

উত্তম চর্চা

১. Tenderer Database: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)-এর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের বিভিন্ন তথ্য, ডকুমেন্ট এ ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয়, যার মাধ্যমে দরদাতাদের মূল্যায়ন করা যায়।

২. Project Management System: উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত অর্থ, প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের তথ্য এ সিস্টেমে সংরক্ষণপূর্বক মনিটরিং করা হয়। ফলে প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ণ করা সম্ভব হয়।

৩. Vehicle Management System (VEMS): সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান ও মাঠপর্যায়ের সব অফিসে ব্যবহৃত যানবাহন ও সাঁজসরঞ্জামাদির ধরণ, চেসিস নম্বর, মডেল, ইনভেন্টরি নম্বর, ব্যাটারী সাইজ এবং অন্যান্য তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়।

৪. Online Road Network System: এ সিস্টেমে মহাসড়ক ও সেতুর নম্বর, নাম, অবস্থান, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং সড়ক/ সেতুর ট্রাফিকের অবস্থা, সংস্কার ও মেরামতের বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষণ করা হয়। ফলে সড়ক/ সেতুর হালনাগাদ ছবি, নির্বাচিত স্থানসমূহের দূরত্ব ও গতিপথের বিবরণ এবং সড়ক, সেতু ও টোল প্লাজার তালিকা পাওয়া যায়।

৫. RHD Directory: টেলিফোন ডিরেক্টরিতে সওজ অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের অফিসিয়াল টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর তালিকাভূক্ত করা হয়েছে।

৬. Bridge Album: ব্রীজ অ্যালবাম প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৮-২০০৯ সাল থেকে নির্মিত সেতুর কারিগরী ও আর্থিক তথ্যাদিসহ হালনাগাদ ছবিসম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরী করা হয়েছে। ফলে জোন এবং মহাসড়কওয়ারী দেশের অঞ্চল ও বছরভিত্তিক যেকোন সেতুর প্রতিবেদন সহজেই প্রণয়ন করা যায়।

৭. PIMS- National ID, TIN, Driving License information integration: সওজ এর কর্মকর্তা/-কর্মচারীদের পার্সোনাল ডাটাবেইজ এ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, আয়কর বিবরণী নম্বর, ড্রাইভিং লাইন্সেস নম্বর সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত পার্সোনাল ডাটাশীট বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করতে পারছেন।

৮. Unified Toll Collection & Management System of RHD: বর্তমানে সকল টোল প্লাজায় একই Software এর লক্ষ্যে Unified Toll Software প্রণয়ন কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে মেঘনা- গোমতী ও ঘোড়াশাল টোল প্লাজায় পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল টোল প্লাজায় Unified Software Installation করা হবে।

৯. Central Management System (CMS): সওজ অধিদপ্তরের একটি Central Management System (CMS) রয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্যসমূহ হালনাগাদ করা হয়। আগামী ডিসেম্বর ২০২২ থেকে Web based CMS চালু হবে।

১০. মনিটরিং এ্যাপস: সড়ক ও সেতু মনিটরিং কার্যক্রমের জন্য মনিটরিং এ্যাপস তৈরী করা হয়েছে। এ এ্যাপস ব্যবহার করে পরিদর্শনের সময় Report তৈরী করা সম্ভব।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলী ও কর্মচারীদের পেশাগত উন্নয়ন ও প্রযুক্তির বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য সড়ক ও জনপথ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৪৬ দিনে সর্বমোট ৭৮টি প্রশিক্ষণ ও ৩টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সরকারি চাকুরি আইন-২০১৮, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ই-জিপি, ই-নথি, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট, অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এছাড়াও ৩৭ ও ৩৮তম বিসিএস এ যোগদানকৃত ৩৯ জন সহকারী প্রকৌশলীকে বিভাগীয় প্রশিক্ষণ এবং নব নিয়োগকৃত ৯২ জন নিরাপত্তারক্ষীকে সওজ অধিদপ্তর পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক ভবন, তেজগাও, ঢাকা

nymphea | www.nymphea-bd.com